বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>025 >>11 Kartik 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০২৫ >> << ১১ই, কার্তিক ১৪৩০>>
web : www.rashtriyakhabar.com

সিরিয়ায় দুটি স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী

সিরিয়া ঃ সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে শুক্রবার ভোরের দিকে দুটি স্থাপনায় আঘাত হেনেছে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী। এই স্থাপনাগুলো ব্যবহার করতো ইরানের ইসলামিক রেভ্যলুশনারি গার্ড বাহিনী এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলো। প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন এক বিবৃতিতে বলেন, গত ১৭ অক্টোবর থেকে ইরাক ও সিরিয়ায় ইরানের মদতপুষ্ট জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ব্যর্থ হামলা চালিয়ে আসছে।এর জবাবে এই আত্মরক্ষামূলক হামলা চালানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রেসিডেন্টের কাছে, যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের নিরাপত্তার চেয়ে বড় অগ্রাধিকার আর কিছু নেই। তিনি, এ কথা পরিষ্কার করার জন্য আজকের অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এই ধরনের হামলা যুক্তরাষ্ট্র সহ্য করবে না যুক্তরাষ্ট্র আত্মরক্ষা করবে, কর্মকর্তাদের সুরক্ষা দেবে এবং নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করবে। এক জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা সাংবাদিকদের বলেন, আবু কামালের কাছে একটি অস্ত্রাগার ও একটি গোলাবারুদের গুদামের ওপর নির্ভুল হামলা চালানোর জন্য দুটি এফ১৬ বিমান ব্যবহার করেছে। তবে, এই হামলায় কেউ হতাহত হয়েছে কিনা, ওই সময় সে বিষয়ে কিছু বলেননি কর্মকর্তারা।

বাজার দর

SENSEX : 63782.80 +634.65
NIFTY : 19047.25 +190.00

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °c	15.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .12 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .52 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 73,100 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

হামাসের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রকের ফরেইন অ্যাসেটস কন্ট্রোল কার্যালয়ের গৃহীত নতুন পদক্ষেপের রূপরেখা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়ালি অ্যাডেইমো বক্তব্য দিচ্ছেন। এই কার্যালয় হামাসের সাথে যুক্ত প্রধান কর্মকর্তা এবং আর্থিক নেটওয়ার্কগুলোর ওপর দ্বিতীয় দফা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। ৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামাসের হামলার প্রতিক্রিয়ায় শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রক ফিলিস্তিনি জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস এবং হামাসসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ওপর দ্বিতীয় দফা নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিয়েছে। ৭ অক্টোবরের হামলায় ইসরাইলে নারী এবং শিশুসহ ১৪০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে । ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। এক বিবৃতিতে অর্থ মন্ত্রক বলেছে, নতুন নিষেধাজ্ঞাগুলো তাদের ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল কার্যালয়ের মাধ্যমে আরোপ করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্য হলো হামাসের আর্থিক নেটওয়ার্ক, হামাসের বিনিয়োগ পোর্টফোলিওতে অতিরিক্ত সম্পদ এবং পূর্ববর্তী ও বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞাগুলোকে ফাঁকি দিতে সহায়তা করেছে এমন ব্যক্তিবর্গ। নিষেধাজ্ঞার মধ্যে ইরানের বিপ্লবী গার্ড কোর এবং গাজাভিত্তিক একটি সংস্থার সদস্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তারা ইরান থেকে হামাস এবং ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদকে অবৈধ তহবিল সরবরাহ করে। নতুন নিষেধাজ্ঞাগুলো ১৮ অক্টোবর আরোপিত প্রাথমিক পর্বের নিষেধাজ্ঞার পরে আরোপ করা হয়। এই নিষেধাজ্ঞাগুলো হামাসের অপারেটিভ এবং আর্থিক সুবিধাদাতাদের লক্ষ্য করে আরোপ করা হয়েছিল। এছাড়া ২০২২ সালের মে মাসে হামাসের গোপন আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ পোর্টফোলিও পরিচালনার সাথে জড়িত কর্মকর্তা এবং সংস্থাগুলোকে লক্ষ্য করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। সংস্থাটি বলেছে, সুদান, আলজেরিয়া, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং অন্যান্য দেশে বৈধ ব্যবসার আড়ালে পরিচালিত কোম্পানিগুলোসহ হামাসের গোপন পোর্টফোলিওর মূল্য কয়েক মিলিয়ন ডলার বলে অনুমান করা হচ্ছে। মন্ত্রকের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শুক্রবারের নিষেধাজ্ঞাগুলো হামাসকে আর্থিক, লজিস্টিক এবং অপারেশনাল সহায়তা প্রদানে ইরান যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তাও তুলে ধরা হয়েছে। পৃথক এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেন, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ প্রতিরোধ ও রোধ করার জন্য আমাদের বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থায় হামাসের প্রবেশাধিকার বাধাগ্রস্ত করতে যুক্তরাষ্ট্র তার অংশীদারদের সাথে কাজ চালিয়ে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামের 'রাস্তার মাস্টারমশাই' মনোনীত ইউনেস্কোর গ্লোবাল টিচার অ্যাওয়ার্ডএর তালিকায়

কলকাতা ঃ দীপনারায়ণ নায়েক, পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়া স্থানীয় আদিবাসী শিশু আর তাদের বাবামায়েদের কাছে যিনি পরিচিত 'রাস্তার মাস্টার' নামে। আগামী ৮ নভেম্বর প্যারিসে ইউনেস্কোর জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে ঘোষিত হবে বিশ্বের সেরা শিক্ষকের নাম। সেখানে দশজনের তালিকায় মনোনীত হয়েছেন শিক্ষক দীপনারায়ণ নায়েক। পাকা চার দেওয়ালের মধ্যে নয়, খোলা রাস্তাতেই রোজ বসে তাঁর স্কুল। প্রথাগত শিক্ষা শুধু নয় আদিবাসী সমাজের শিশুদের জীবনের পাঠ দিচ্ছেন তিনি রোজ। সেইজন্যই পশ্চিমবঙ্গের এই মাস্টারমশাইকেই বিশ্বের সেরা দশজন শিক্ষকের তালিকায় বেছে নিয়েছে ইউনেস্কো। একমাত্র ভারতীয় হিসেবে তিনি ইউনেস্কোর গ্লোবাল টিচার অ্যাওয়ার্ডএ মনোনয়ন পেয়েছেন।

রাস্তাতেই তার স্কুল, তাই তিনি 'রাস্তার মাস্টারমশাই'। জামুড়িয়ার আদিবাসী অধ্যুষিত তিলকামাঝি গ্রামের আদিবাসী ছেলেমেয়েদের নিয়ে রোজ বসে তার রাস্তার স্কুল। বাড়ির নিকোনো দেওয়ালে রঙ করিয়ে সেখানেই তৈরি হয়েছে ব্ল্যাকবোর্ড। রাস্তায় আসন পেতে বসেই অক্ষর চিনছে পড়ুয়ারা। দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা বর্ণমালা। বাড়ির বাইরে পা রাখলে শুধু খেলাধূলা নয়, পড়াশোনাও আকর্ষণ করছে তাদের। গোটা গ্রামই যেন এক পাঠশালা। বইখাতা, পেনপেন্সিল পর্যাপ্ত না থাকলেও চলছে পড়াশোনা।

তার নিজের শৈশব কেটেছে চরম অর্থকষ্টে। বাবা ওষুধের দোকানের স্বল্প বেতনের কর্মী ছিলেন। বইপত্র কিনে দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না পরিবারের। কষ্ট করে পড়াশোনা করেছেন। তাই গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত শিশুগুলির পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চান তিনি।

তিলকামাঝি গ্রামে শিক্ষকতার পাশাপাশি রাস্তাতেও আদিবাসী গ্রামের বাচ্চাদের পড়ান তিনি। বড় স্কুলে পড়াশোনা করার সামর্থ্য নেই যে শিশুদের, তাদের জন্য স্কুলকে পথেই নিয়ে এসেছেন এই মাস্টারমশাই। ২০২০ সালে কোভিড লকডাউনের আগে থেকেই দুঃস্থ শিশুদের বিনামূল্যে লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। লকডাউন শুরু হওয়ার পরে তার দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। দীপনারায়ণ নায়েক বলেছেন, গোড়ায় একজন, দু'জন ছেলেমেয়ে নিয়ে শুরু হয়েছিল পথচলা। এরপর ধীরে ধীরে ৭ জন, ১১ জন করে বাড়তে বাড়তে এখন স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা শতাধিক। নতুন ছাত্রছাত্রীরা আসছে। তারা পড়াশোনা করতে খুবই উৎসাহী।

তিনি আরও বলছেন, আদিবাসী ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা শেখাতে গিয়ে যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা হল এরা সকলেই প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া। পরিবারের সকলেই নিরক্ষর। তাই শিশুদের পাশাপাশি তাদের বাবামা, পরিবারের অন্যদেরও লেখাপড়া শেখানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন দীপনারায়ণ। একদিকে বাবামাঠাকুমাদাদুরা পড়ছেন, অন্যদিকে তাদের ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনিরা পড়া মুখস্থ করছে। কে আগে লিখতেপড়তে শিখবে সে নিয়ে প্রতিযোগিতাও চলে, জানিয়েছেন 'রাস্তার মাস্টারমশাই'। কখনও ইংরাজি, কখনও নামতার ক্লাস আবার কখনও পিটি ক্লাস, রাস্তার স্কুলে সবই শেখে শিশুরা। দীপনারায়ণ বলেছেন, এই তিলকামাঝি গ্রামের বেশিরভাগ আদিবাসী মায়েরাই এখন নিজের নাম লিখতে পারেন। তাঁরা মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করেন। নিয়মিত স্কুলে আসেন।

দীপনারায়ণ গ্রামে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি চালু করেছেন। নানা রকম বই নিয়ে তিলকামাঝি গ্রামের নানা প্রান্তে ছুটছে তার মোবাইল লাইব্রেরি। কখনও তিনি, কখনও পড়ুয়াদের বাবামায়েরা উদ্যোগ নিয়ে বই বিলি করছেন পাড়ায় পাড়ায়। শিক্ষাকে শুধু সিলেবাসে বন্দি করছেন না দীপনারায়ণ, আদিবাসী সমাজে প্রকৃত জীবনের পাঠ পড়াচ্ছেন তিনি নিঃস্বার্থভাবে। তারা পড়াশোনা শেখানোর প্রক্রিয়ায় কোনও সামাজিক বার্তা নেই, কোনও সংস্কারের ঘেরাটোপ নেই। আছে শুধু অনাবিল আনন্দ। শিশু ও তাদের পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোই তার লক্ষ্য।

দক্ষিণ চীন সাগরে বি৫২ বোমারু বিমানের ১০ ফুট নাগালে চীনা যুদ্ধবিমান ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, দক্ষিণ চীন সাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের একটি বি৫২ বোমারু বিমানের ১০ ফুটের মধ্যে চীনের একটি যুদ্ধবিমান ঢুকে পড়ে এবং প্রায় দূর্ঘটনা ঘটানোর উপক্রম হয়। সামরিক বাহিনী বলেছে, উভয় দেশই যখন ঐ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের লড়াই করে তখন দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা আরও জোরালো হয়ে ওঠে । বৃহস্পতিবার রাতে ইউএস ইন্দোপ্যাসিফিক কমান্ডের এক বিবৃতিতে বলা হয়, শেনইয়াং জে১১ টুইন ইঞ্জিনযুক্ত যুদ্ধবিমানটি নিয়ন্ত্রনহীনভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বি৫২ বিমানের ১০ ফুটের মধ্যে সামনের দিক থেকে নীচ দিয়ে উড়তে থাকে যার ফলে উভয় বিমানই সংঘাতের ঝুঁকিতে পড়ে। সামরিক বাহিনী বলেছে, আমরা উদ্বিগ্ন যে এই পাইলট জানতেন না যে তিনি সংঘাত ঘটে যাওয়ার কতটা কাছাকাছি এসেছিলেন।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রক তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি। তবে, মে মাসে অনুরূপ একটি ঘটনায় চীন সরকার আমেরিকান অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে এবং ওয়াশিংটনকে দক্ষিণ চীন সাগরে এ ধরনের ফ্লাইট বন্ধ করার দাবি জানায়।

চীন দক্ষিণ চীন সাগরের বেশিরভাগ অংশকে তার আঞ্চলিক জলসীমা হিসাবে দাবি করার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ভাবে এগিয়ে চলেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশ যারা জাহাজ চলাচলের জন্য মহাসাগরের ব্যপক অংশ ব্যবহার করে তারা চীনের ঐ দাবী প্রত্যাখ্যান করেছে। চীনের এই দাবির ফলে বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ততম বাণিজ্য পথ দক্ষিণ চীন সাগরে অন্যান্য দেশের সঙ্গে দীর্ঘদিনের আঞ্চলিক বিরোধ দেখা দিয়েছে। গত সপ্তাহে চীনা কোস্টগার্ডের একটি জাহাজ ও তার সঙ্গে থাকা একটি জাহাজ ফিলিপাইনের কোস্টগার্ডের একটি জাহাজ এবং সেনাবাহিনী পরিচালিত একটি সরঞ্জাম সরবরাহের একটি নৌকাকে বিতর্কিত জলপথে ধাক্কা দেয়।

ঐ ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পুনরায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ফিলিপিনো বাহিনী, বিমান অথবা জাহাজ সশস্ত্র হামলার শিকার হলে এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে দীর্ঘদিনের মিত্র ফিলিপাইনকে রক্ষা করতে বাধ্য থাকবে। বুধবার হোয়াইট হাউসে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজের সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

চীন এর জবাবে বলেছে, ম্যানিলার সঙ্গে বেইজিংয়ের বিরোধে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই।

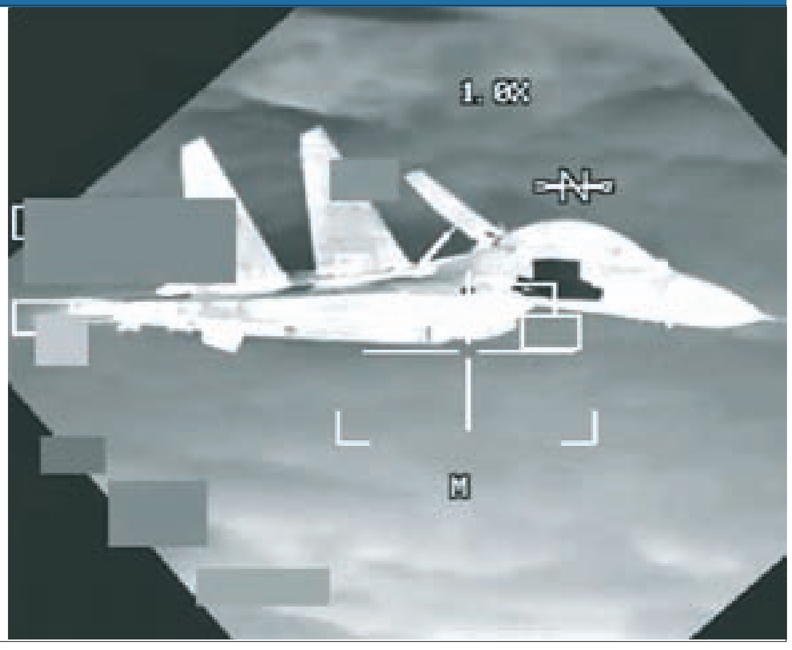

সংঘাত ইসরাইলের হামলায় সাড়ে ছয় হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে

আমেরিকান ইহুদি, আরব ও মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর হুমকি বাড়ছে

নিউ ইয়র্ক ঃ মধ্যপ্রাচ্যের সহিংসতার অনুভব যুক্তরাষ্ট্রের তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হওয়ায় হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এবং আইন প্রযগেকারী কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি, আরব এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য হুমকি ক্রমাগত যে বাড়ছে সে বিষয়ে উপর নজর রাখছেন। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) এবং এফবিআই বুধবার রাতে হালনাগাদ একটি সতর্কীকরন বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে যাতে গত এক সপ্তাহে হুমকির সংখ্যা বেড়েছে এবং বার বার হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে সতর্ক করা হয়। ঐ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে ঐসব হুমকির মধ্যে রয়েছে উপাসনালয়গুলোকে লক্ষ্য করে ভুয়া বোমা হামলার হুমকি এবং অনলাইনে অত্যন্ত হিংসাত্মক বক্তব্য রেখে ইহুদি, আরব আমেরিকান ও মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণকে উৎসাহিত করা। বিজ্ঞপ্তিতে ইলিনয়ে ১৪ অক্টোবর ছুরির আঘাতে ৬ বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনি আমেরিকান শিশু নিহত ও তার মাকে গুরুতরভাবে আহত করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। গত ৭ অক্টোবর হামাস জঙ্গি গোষ্ঠীর সন্ত্রাসী হামলায় ১,৪০০ ইসরাইলি নিহত হওয়ার পর নিউইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলেস ও ওয়াশিংটনসহ সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও পুলিশের পাহারা ও অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে । ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। হামাসের বিরুদ্ধে ইসরাইলের বিমান অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় হামাসের একজন সাবেক কর্মকর্তা একদিনের ক্ষোভ দিবস পালনের আহ্বান জানালে তার আগে অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। হামাস পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ইসরাইলের হামলায় সাড়ে ছয় হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে।

ডিএইচএস এবং এফবিআইয়ের সর্ব সাম্প্রতিক নির্দেশনায় বলা হয়েছে যে সবচেয়ে বড় হুমকি আসছে, সহিংস চরমপন্থী এবং চলমান ঘটনার দ্বারা অনুপ্রাণিত বা প্রতিক্রিয়াশীল একক অপরাধীদের কাছ থেকে । আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই যে বিদেশী শত্রুরা বা পাল্টা আক্রমণকারীরা আমেরিকার বিরুদ্ধে হামলার পরিকল্পনা করছে তবে এতে আরও বলা হয়েছে যে কেউ কেউ সংঘাতের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে এবং তাদের নিজ নিজ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সহিংসতার আহ্বান জানাচ্ছে। বিশেষ করে কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি, বিমানবন্দর ও দূতাবাসে হামলা চালিয়ে হামাসকে সমর্থন করার জন্য ১৩ অক্টোবর আলকায়েদা যে আহ্বান জানায় তার কথা উল্লেখ করেছেন।

আর্মি পোর্টারে কাজে গিয়ে নিখোঁজ ময়নাগুড়ির এক যুবক

জলপাইগুড়ি ঃ গত চার মাস আগে সিকিমে আর্মির ক্যাম্পে চুক্তিভিত্তিক পোর্টারের কাজে যোগদান করেন ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহনী ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চাত্রাপাড় এলাকার রঞ্জিত রায়। চার মাস আগে কাজে যোগদান করেন রঞ্জিত। কিন্তু সব ভালো থাকলেও গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পরিবারের সঙ্গে কথা বলার পর থেকেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পরিবারের সাথে। বুধবার সকাল থেকেই সামাজিক মাধ্যম থেকে বন্যার খবর শুনতে পারেন পরিবারের লোকেরা। এরপর থেকেই দুশ্চিন্তায় রয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। রীতিমতো বাড়িতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন নিখোঁজ রঞ্জিত রায়ের মা মেনোকা রায়। এদিকে এই ঘটনার পর নিখোঁজ ছেলের খোঁজে উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। উল্লেখ্য, সিকিমে মেঘ ভাঙা বৃষ্টির জেরে লোনাক হ্রদের বাঁধ ভেঙে যায়। যার দরুন সিকিমে শুরু হয় বিপর্যয়। সেখানে আর্মির ২৩ জন সেনা নিখোঁজ হয়ে যান। পর্যটক শতাধিক সাধারণ মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। সেই নিখোঁজদের তালিকায় ময়নাগুড়ি ব্লকের পোর্টারে কর্মরত রঞ্জিত রায়ের নাম। আর এখনো পর্যন্ত ছেলের খোঁজ না মেলায় দুশ্চিন্তায় রয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এনজিপি স্টেশন চত্বরে খোলা হলো সহায়তা কেন্দ্র

শিলিগুড়ি ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবার এনজিপি স্টেশন চত্বরে খোলা হলো সহায়তা কেন্দ্র।বিধ্বস্ত সিকিম। তিস্তার রুদ্ররূপে আটকে রয়েছে এখনো পর্যন্ত বহু পর্যটক। পর্যটকদের যাতে সুরক্ষিতভাবে তাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন সেদিকে নজর রেখে এবার এনজিপি স্টেশনে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এসজেডিয়ের এর তরফ খোলা হলো সহায়তা কেন্দ্র। শুক্রবার সহায়তা কেন্দ্র দপ্তরের উদ্বোধন করলেন এস জি ডি এর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী, উপস্থিত ছিলেন এসজেডিএর ভাইস চেয়ারম্যান দিলীপ দুগ্গার সহ এসজেডিয়ের একাধিক নেতৃত্বরা। এদিন বন্যার কবলে আটকে থাকা পর্যটকদের পাশে রয়েছে বললেন চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। তিনি আরো বলেন পর্যটক দের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে এনজেপি স্টেশনে খোলা হলো সহায়তা কেন্দ্র।

সিকিমের প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যু হল সেনা জওয়ান বিমল ওঁরাওয়ের

আলিপুরদুয়ারঃ সিকিমের প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যু হল সেনা জওয়ান বিমল ওঁরাওয়ের। কালচিনি ব্লকের মধু চা বাগানের বাসিন্দা। সিকিমের বন্যায় যে সকল সেনা জওয়ানরা ভেসে গিয়েছিলেন, তার মধ্যেই একজন ছিলেন বিমল ওঁরাও। শুক্রবার তার দেহ নিয়ে আসা হচ্ছে তার নিজগৃহ মধু চা বাগানে মুন্সি লাইনে। জানা গিয়েছে, সিকিমে স্থিত বিন্নাগুড়ির আর্মির বেস ক্যাম্পে ছিলেন তিনি। এরপর বুধবারই গজলডোবার তিস্তা নদী থেকে উদ্ধার হয় তার দেহ। খবর পাওয়া মাত্রই বৃহস্পতিবার তার ভাই গিয়ে দেহ শনাক্ত করেন। এরপর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় মৃত জওয়ানের দেহ। সেখান থেকেই বিন্নাগুড়ি সেনা ছাউনিতে শ্রদ্ধাঞ্জলির পর মৃত জওয়ানের দেহ তার বাড়িতে নিয়ে আসা হচ্ছে। অন্যদিকে, বিমলের মৃত্যুর খবর চাউর হতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে মধু চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায়। চোখের জল আটকে রাখতে পারছেন না পরিবারের সদস্যদের থেকে শুরু করে এলাকার বাসিন্দারা।

তিস্তা নদীতে মর্টার বিস্ফোরণে একই পরিবারের ৬ জন আহত, চিকিৎসাধীন একজনের মৃত্যু

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লকের চাপাডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দ তিস্তা নদীতে জ্বালানি সংগ্রহ করতে গিয়ে ধাতব বস্তু ভেসে আসতে দেখে বাড়িতে নিয়ে গেলে বাক্স খুলতেই ব্লাস্ট হয়। গুরুতর আহত কমপক্ষে ছয় জন পরিবারের লোকজন জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া গোপ ও বিধায়ক ডঃ প্রদীপ কুমার বর্মা জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে খোজ খবর নিতে। আর্মি ক্যাম্প থেকে ভেসে আসা মার্টার সেল থেকে এই বিপত্তি বলে অনুমান করা হচ্ছে। পুরো ঘটনার তদন্তে পুলিশ এবং প্রশাসন।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের সহকারী সুপার সুব্রাত রায় এবং রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক ডক্টর প্রদীপ কুমার বর্মা জানান, এই ঘটনায় ছয় জন গুরুতর আহত। এদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনজন গুরুতর আহত, তাদেরকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের স্থানান্তরিত করা হয়।

রায়ডাক নদীর ভাঙ্গন পরিদর্শন করলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শীতল চন্দ্র দাস

কোচবিহার ঃ তুফানগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের ভানুকুমারী ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চর ভানুকুমারী এলাকায় রায়ডাক নদীর ভাঙ্গন পরিদর্শন করলেন তুফানগঞ্জ ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শীতল চন্দ্র দাস। দীর্ঘদিন ধরেই এই নদী ভাঙ্গনের সমস্যায় ধীরে ধীরে চাষের জমি হারাচ্ছে স্থানীয় কৃষকরা। প্রতিনিয়ত তলিয়ে যাচ্ছে বিঘার পর বিঘা চাষের জমি। স্থানীয় বাসিন্দারা বহুবার অভিযোগ জানানোর পরেও তৈরি হয়নি পাথরের বাঁধ। অবশেষে শুক্রবার সেই নদী ভাঙ্গন এলাকা পরিদর্শনে যান তুফানগঞ্জ ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শীতল চন্দ্র দাস।

ব্যানার ছেড়ায় পথ অবরোধ তৃনমূলের

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীর পোস্টার ব্যানার ছোড়া মেঘদূত ক্লাব থেকে কড়িধ্যা ত্রিনয়নী লজ পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠে দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার প্রতিবাদে নবমীর সকালে কড়িধ্যায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল। কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য রিন্টু ধর বলেন, বিজেপি আশ্রিত দুস্কৃতীরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কারো প্ররোচনায় এই কাজগুলো করেছে। দোষীদের গ্রেপ্তার করা না হলে পুজোর পর বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো। ঘটনাস্থলে আসে সিউড়ি থানার পুলিশ।

থেঁতলানো মৃতদেহ উদ্ধার স্টোনম্যান আতঙ্ক সিউড়ি শহরে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) শনিবার সকালে সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের কাছে কলেজপাড়া রাস্তায় রক্তাক্ত থেঁতলানো মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পাথর দিয়ে মুখ থেতলানো হয়। পাশ থেকে উদ্ধার হয় রক্তমাখা পাথর। সিউড়ি থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা কল্যানী কোনাই বলেন, সকালে উঠে দেখলাম মৃতদেহ পড়ে রয়েছে রাস্তায় রক্ত পড়ে। পুলিশ এসেছিল। মৃতের নাম কুতুবউদ্দিন শেখ বাড়ী সাইথিয়া থানা এলাকায়। পুলিশের সিসি ক্যামেরার ছবি লিক হয়ে যাওয়ায় বেকায়দায় জেলা পুলিশ। জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ন মুখোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমের কাছে তথ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সিসিটিভি ফুটেজ ছবি না দেখানোর অনুরোধ করেন। ছবি দেখে সাঁইথিয়া থানার মাধ্যমে কুতুবুদ্দিনের পরিবার খবর পেয়ে ভাই নিজামুদ্দিন ও দিদি হীরা বিবি এসে তাঁর ভাইয়ের দেহ শনাক্ত করে। শেখ কায়েশ ও শেখ মুবারককে আটক করেছে পুলিশ। মৃতের নাম দিদি হীরা বিবি বলেন, ভাই বিবাহিত বাড়ীতে বৌ বাচ্চা তাসত্ত্বেও কালীপুর গ্রামের বুলার সঙ্গে চার পাঁচবছর সম্পর্ক। বুলা ফোন করলে চলে যেতো স্বামী কাজ করতো না অক্ষম। বুলাই লোক লাগিয়ে খুন করা করিয়েছে। শেখ নিজামউদ্দিন বলেন, সাইথিয়া থানা থেকে ফোন করে জানানো হয় অসুস্থ এসে দেখি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। কি কারণে খুন বলতে পারবো না। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ।

সিকিমে কাজে গিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, থানার দ্বারস্থ পরিবার

জলপাইগুড়ি ঃ সিকিমে কাজে গিয়ে পরিবারের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ছেলের সন্ধান না মেলায় উদ্বিগ্ন পরিবারের সদস্যরা। শুক্রবার ময়নাগুড়ি থানার দ্বারস্থ হলেন পরিবারের সদস্যরা। ময়নাগুড়ি ব্লকের মাধবডাঙ্গা দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়কামাত এলাকার যুবক কাজ করতে গিয়েছিল সিকিমে। সেখানে রং মিস্ত্রির কাজ করতো বলে জানা গিয়েছে। প্রায় আড়াই মাস আগে কাজে গিয়েছিল সঞ্জিত রায়। সেখানে মঙ্গলবার রাতে বাড়ির সাথে কথা বললেও তারপর আর কোনো যোগাযোগ হয়নি। এদিকে মঙ্গলবার গভীর রাতে সিকিমের লোনাক হ্রদের বাঁধ ভেঙে বিপর্যয় শুরু হয়। প্রচুর মানুষ নিখোঁজ হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই খবর শোনার পরেই বাড়ি থেকে ফোন মারফত যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। এদিকে সঞ্জিত রায়ের সাথে যোগাযোগ না মেলায় উৎকণ্ঠায় পরিবারের সদস্যরা। শুক্রবার এই বিষয়ে ময়নাগুড়ি থানায় ছবি সমেত একটি নিখোঁজের অভিযোগ জমা করেছেন।

বকেয়া টাকার দাবিতে আজ বৃহস্পতিবার তৃণমূলের 'রাজভবন চলো' অভিযান

কলকাতা ঃ ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে আজ বৃহস্পতিবার তৃণমূলের 'রাজভবন চলো' অভিযান আছে। তবে, রাজ্যপাল ডঃ সিভি আন্দ বোস এই মুহুর্তে কলকাতায় নেই। তিনি গেছেন উত্তরবঙ্গের সিকিমে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে। গত মঙ্গলবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন জানানো হয় তৃণমূলের তরফে। যদিও গিরিরাজ সাক্ষাৎ করেননি তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে। তবে ওইদিন সন্ধের সময় তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কথা বলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। কিন্তু প্রতিনিধিদলের সংখ্যা নিয়ে আপত্তি তুলে তিনিও অভিষেকদের সঙ্গে দেখা করেননি। এর পরেই কৃষি ভবনের ভিতরে অভিষেকের নেতৃত্বে ধর্না শুরু হয়। তৃণমূলের ধর্নার খবর পেয়ে কৃষি ভবনে পৌঁছয় দিল্লির পুলিশের বিশাল বাহিনী। বলপূর্বক কৃষি ভবন থেকে বের করে বাসে চাপিয়ে অভিষেকসহ তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় পুলিশ লাইনে। রাতেই অবশ্য ছাড়া পান সকলেই। ছাড়া পাওয়ার পরেই অভিষেক এক লক্ষ কর্মী নিয়ে রাজভবন ঘেরাওয়ের কর্মসূচি ঘোষণা করে দেন দিল্লি থেকেই। বুধবার কলকাতায় ফেরেন অভিষেক। কলকাতা বিমানবন্দরে তিনি জানিয়ে দেন দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া ৫০ লক্ষ চিঠি রাজ্যপালের হাতে তুলে দেবেন তাঁরা। অভিষেক বলেন, 'সাংসদদের টেনে হিঁচড়ে বের করে দেওয়া হয়। ২০ লক্ষ পরিবারকে কাজ করিয়ে দুতিন মাস মাইনে না দেওয়াও অনৈতিক ও অবৈধ। সেখানে মোদী সরকার ২ বছর ধরে টাকা দেয়নি। ২০ লক্ষ লোকের ৮,০০০ কোটি টাকা গায়ের জোরে আটকে রেখেছে। যদি অভিযোগ করেন ২০ লক্ষ লোক কাজ করেননি, তাহলে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানান। এই সব নানান দাবি নিয়ে আজ বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বে রাজভবন চলো কর্মসূচি পালন করা হবে। তার আগে রাজভবন চত্বর কড়া নিরাপত্তা বজায় করা হচ্ছে। চলছে পুলিশি টহলদারি।

সিকিমের বিপর্যয়ের রেস কাটিয়ে স্বাভাবিক স্বস্তি ফিরে পেল জলপাইগুড়ির তিস্তা পারের বাসিন্দারা

জলপাইগুড়ি ঃ সিকিমের বিপর্যয়ের রেস কাটিয়ে স্বাভাবিক স্বস্তি ফিরে পেল জলপাইগুড়ির তিস্তা পারের বাসিন্দারা। কপাল থেকে চিন্তার ভাজ দূর হতেই নিজ নিজ কাজে ব্যাস্ত তিস্তাপারের কৃষকরা। মঙ্গলবার থেকে বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত দু চোখের পাতা এক করতে পারেনি জলপাইগুড়ির তিস্তা পাড়ের সুকান্ত নগর কলোনী সহ অন্যান্য নদীর পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষ। তবে শুক্রবার ভোরের আলো ফুটতেই দেখা যায় শান্ত তিস্তা বয়ে চলেছে, হিমেল হাওয়ায় দুলছে কাশ বন। বুধবার উত্তর সিকিমে ব্যাপক প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব পরে ছিলো জলপাইগুড়ি তিস্তা পারেও।দুদিনের সেই দুশ্চিন্তার কথা বলতে গিয়ে বিধান সরকার বলেন, গতকাল রাতেও প্রশাসনের উদ্যোগে এলাকায় মাইকিং করে সতর্ক থাকার কথা বলে গিয়েছিল। সেই কারণে সাড়া রাত ঘুমোতে পারিনি, তবে আজ এই মুহূর্তে তিস্তায় জল নেই, তাই আতঙ্ক অনেকটাই কেটেছে।অপরদিকে তিস্তা পাড়ের আরেক কৃষক জানান, দুদিন তো অনেক ভয়ে কাটিয়েছি রাত, তবে আমাদের এই দিকে সেই ভাবে জল উঠেনি এবং কৃষি কাজেরও তেমন ক্ষতি হয়নি। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবে আসবে তা কেউ জানেনা। তবে আজ শুক্রবার আকাশ পরিষ্কার নদীতে জল বাড়েনি। তাই সকাল থেকেই কৃষি কাজ শুরু করেছি।।

মালদায় এক যুবককে হাতপা বেঁধে খুন করার পর স্যুটকেসে লুকিয়ে রাখা হল মৃতদেহ, গ্রেফতার ৪ বন্ধু

মালদা ঃ নিউটাউনে পড়ুয়া খুন। অপহরণ করে মুক্তিপণ না পেয়ে খুন।নিউটাউন সেকেন্ড লেনের তারুলিয়াতে গৌতম নামের এক যুবকের ভাড়া বাড়ি থেকে হাত পা বাধা মুখে সেলুটেপ দেওয়া অবস্থায় একটি সুটকেশ এর মধ্যে খাটের নিচ থেকে মৃত দেহ উদ্ধার। গত চার তারিখ থেকে মিসিং ছিল যুবক। গৌতম সহ চারজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে নিউটাউন থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত চার তারিখ থেকে মিসিং ছিল সাজিদ হোসেন নামের ওই পড়ুয়া।। এই পড়ুয়া মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা। ডাক্তারির নিট এর প্রস্তুতির পড়াশুনা করতো। সাজিদ হোসেন নিউটাউন মহিষ বাথান বক্স ব্রিজের কাছে ভাড়া থাকতো। পাঁচ তারিখ নিউটাউন থানায় মিসিং অভিযোগ করে পরিবার। এরপর বিকেলে তার মোবাইলে একটি ছবি পাঠায় যেখানে মুখে সেলুটেপ লাগানো অবস্থায়। সেই সময় মুক্তিপন এর জন্য ৩০ লাখ টাকা দিতে হবে। সেই ছবি কিছুক্ষন পর ডিলিট করে দেয়। এরপর আজ ভোর রাতে ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। বেশ কয়েক মাস ধরে মহিষ বাথান বক্স ব্রিজ এলাকায় ভাড়া থাকতো মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা সাজিদ হোসেন। সেই সূত্রে বেশ কিছু বন্ধুও হয়। তখন তারা দেখে তার বাড়ির লোক মোটা অংকের টাকা পাঠাচ্ছে। সেই দেখে অভিযুক্তরা বুঝতে পারে প্রচুর টাকা আছে এরপরেই তাদের এই ছক কষা।

গৌতম নামের এক যুবক সহ চারজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে নিউটাউন থানার পুলিশ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফাউন্ডেশনের নতুন কমিটির ঘোষণা

শিলিগুড়ি ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফাউন্ডেশন দার্জিলিং জেলা সমতলের নতুন কমিটির ঘোষণা করা হলো আজ।শুক্রবার দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে কমিটির ঘোষণা করেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। এদিন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফাউন্ডেশন দার্জিলিং জেলা সমতলের সভাপতির দায়িত্ব পান বন্দনা বাগচী এবং সম্পাদক হয়েছেন সুরজিৎ পাল।এদিন নতুন দায়িত্বে আসা সকলকে অভিনন্দন জানান সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

সিকিমে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মালদার ৩ বন্ধু নিখোঁজ, চিন্তিত পরিবারের সদস্যরা

মালদা ঃ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত সিকিম। তিস্তার ধ্বংসলীলায় নিখোঁজ বহু। একাধিক জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আটকে পড়েছে বহু পর্যটক। তাদের মধ্যে অনেকেরই খোঁজ পাচ্ছে না পরিবারের লোকেরা। মালদার রতুয়া থানা পাড়ার বাসিন্দা ইনফসিসে কর্মরত তথ্য প্রযুক্তি কর্মী সুশান্ত সাহা তার তিন বন্ধুর সঙ্গে গেছিলো সিকিমে। চলতি মাসের ১ তারিখ শিলিগুড়ি থেকে বাইকে করে সিকিমের গুরুদাওলেগের পথে পাড়ি দিয়েছিল তিন বন্ধু। অন্য দুজনের বাড়ি শিলিগুড়ি এবং বিহারে। ৩ তারিখ বিকেলে শেষ যোগাযোগ হয়েছিল পরিবারের সঙ্গে। তারপর থেকেই আর কোন ভাবে যোগাযোগ পাওয়া যাচ্ছে না সুশান্তদের। চিন্তায় ঘুম উড়েছে বাবামা ও দাদার। বিভিন্ন খবরের সিকিমের ভয়াবহ ছবি দেখে ঘাবড়ে উঠছে পরিবারের সকলেই। এখন সুশান্তর মা চিন্তায় রয়েছে কবে ফিরবে তার ছেলে বাড়িতে।

শিলিগুড়িতে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতা মিছিল করলো পুর কর্পোরেশন

শিলিগুড়ি ঃ ডেঙ্গিমুক্ত শহর গড়তে পৌরসভার পক্ষ থেকে শহর জুড়ে একটি সচেতনতা মিছিল করা হলো শুক্রবার।এদিনের এই মিছিলটি শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের প্রধান গেটের সামনে থেকে বের হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। বাড়ির ছাদে এবং আশপাশের বিভিন্ন জায়গার জমে থাকা জলে ডেঙ্গির মশা জন্মায়। বর্ষায় জল জমতে দেওয়া যাবে না। পাশাপাশি, নিজেদের চারপাশ পরিস্কার রাখতে হবে। এমনই নানা বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতেই এই সচেতনতা মিছিল বলে জানা যায়।মিছিলে অংশগ্রহণ করেন শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তীর সহ অন্যান্যরা।

পুলিশ প্রমাণ লুকিয়ে কামদুনি মামলার আসামিদের ফাঁসি থেকে বাঁচিয়েছে ঃসুকান্ত মজুমদার

উত্তর দিনাজপুর ঃ তদন্ত ও প্রমাণ সংগ্রহ করা পুলিশের কাজ, সরকারের সঙ্গে যোগসাজশে পুলিশ প্রমাণ গোপন করে কামদুনি মামলার আসামিদের ফাঁসি থেকে বাঁচিয়েছে। এমনটাই জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। আজ কামদুনি মামলায় আসামিদের ফাঁসির আদেশ বাতিল করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বাকি ৪ আসামিকে নির্দোষ ঘোষণা করে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়েছে। আদালতের এই ঘোষণা নিয়ে শুক্রবার উত্তর দিনাজপুরে সাংবাদিকরা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এটা বিচারের নামে প্রহসন ও প্রতারণা।

হড়পা বানে তছনছ কর্মসূত্রে সিকিমে বসবাসকারী পরিবারগুলি, ফিরে যাচ্ছেন নিজেদের দেশ বাড়ি

শিলিগুড়ি ঃ সিকিম রাজ্যে হড়পা বানে তছনছ বহু পরিবার। এই পরিস্থিতিতে টানা দুদিন সিকিমে আটকে অবশেষে ফিরে যাচ্ছে কর্মসূত্রে সিকিমে বসবাসকারী পরিবারগুলি। যদিও তাদের চোখে মুখে এখনো সেই রাতের আতঙ্কের ছাপ। জানা গিয়েছে কর্মসূত্রে বহু পরিবার সিকিম রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করছে বিগত কয়েক দশক ধরে কিন্তু মঙ্গলবার রাতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সেই সমস্ত পরিবারগুলিকে ঘরছাড়া করে দেয়। তাই এই পরিস্থিতিতে কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে ওই পরিবারগুলো ফিরে যাচ্ছেন নিজেদের দেশ বাড়ি। জানা গিয়েছে বেনারস এলাকার বেশ কয়েকটি পরিবার কর্মসূত্রে সিকিমের রংপো এলাকায় বসবাস করতেন। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে তিস্তার হড়পা বান এই পরিবার গুলিকে তছনছ করে দেয়। শুক্রবার শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে তারা ট্রেন ধরে নিজের দেশ বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। যাওয়ার আগে তারা জানিয়েছে সেই রাতে ঘুমিয়ে ছিল আচমকাই হড়পা বান আশায় কোনক্রমে বাড়ি ঘর ছেড়ে তারা পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচে। কিন্তু বাড়িঘর সম্পূর্ণ ভেঙে যায়।

চোখের সামনে তিস্তা নদীতে ভেসে গেল তিন শিশু, গাছে উঠে প্রাণ বাঁচাল বাবা!

শিলিগুড়ি ঃ সিকিমের বিপর্যয়ের দিন থেকে একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে ঘুরছিল। এক ব্যক্তি গাছের মগডালে উঠে গাছটি জড়িয়ে ধরে আছেন। এদিকে নীচ দিয়ে তিস্তার জল যাচ্ছে। এমন অবস্থা দেখে প্রত্যেকেই প্রার্থনা করেন সকলে যাতে সুস্থ থাকেন। কিন্তু শিলিগুড়ির বাসিন্দা ওই ব্যক্তি গাছকে জড়িয়ে বেঁচে ফিরলেও তিস্তার গ্রাসে হারিয়ে গিয়েছে তাঁর ৩ সন্তান।চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেননি সন্তানদের।মৃত অবস্থায় এক ছেলে উদ্ধার হলেও এখনও নিখোঁজ তাঁর দুই মেয়ে। চোখের সামনে সন্তানের মৃত্যু দেখে এখন অঝোরে কেঁদেই চলেছেন ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মহারাজা কলোনির বাসিন্দা মহম্মদ মুক্তার। কাজের জন্য সিকিমের রংপোতে ৩ সন্তানকে নিয়ে থাকতেন মহম্মদ মুক্তার। স্ত্রী বিহারে চলে গিয়েছেন। সেখানেই থাকেন। ঘটনার রাতে সন্তানদের নিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন মুক্তার।স্থানীয়দের আওয়াজে ঘুম ভাঙে।এরপর চোখ খুলে দেখতে পান ঘরে প্রবল বেগে জল ঢুকে পড়েছে।দরজা খুলতেই গোটা ঘর জলে ডুবে যায়।তিন সন্তানকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগটুকুও পাননি।মুহুর্তের মধ্যেই তিস্তার গ্রাসে চলে যায় তাঁর বাড়ি। চোখের সামনে ভেসে যায় দুই মেয়ে ও এক ছেলে। কোনমতে সেখানে থাকা একটি গাছের উপরে উঠে গাছ জড়িয়ে বাঁচেন মহম্মদ মুক্তার।রাতভর বৃষ্টিতে গাছটিকে জড়িয়ে ছিলেন।এরপর সকালে তাকে উদ্ধার করা হয়।বুধবার দুপুরে উদ্ধার হয় ছেলের দেহ।শিলিগুড়িতে পৌঁছে বৃহস্পতিবার ছেলের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন।ভয়াবহ রাতের সেই স্মৃতি বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ছেন তিনি।সবকিছু হারিয়ে বর্তমানে অসহায় হয়ে পড়েছেন।এমনকি নিখোঁজ দুই মেয়ের খোঁজে যেতেও পারছেন না।তাঁর চোখে মুখে শুধুই আতঙ্কের ছাপ।

সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে লোকশিল্পীদের নতুন উদ্যোগ

আলিপুরদুয়ার ঃ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে জানাতে আলিপুরদুয়ার জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষ থেকে লোকশিল্পীদের নিয়ে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বর্তমান সময়ে দেখা যায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যেমন কন্যাশ্রী,লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে ছড়া,গান বাঁধতে লোকশিল্পীদের।জেলার বিভিন্ন প্রান্তে গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে তারা এই প্রকল্পের তথ্য জানান আমজনতাকে।সরকারি প্রকল্পের সুবিস্তার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় লোকশিল্পীদের।এবারে তাদের সকলকে এক ছাদের তলায় ডেকে সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে জানানর ভাবনা নিয়েছে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ।এদিন আলিপুরদুয়ার রবীন্দ্রভবনে দেখা যায় লোকশিল্পীদের সম্মেলন।জেলার পাঁচশ জন লোকশিল্পী এই সম্মেলনে অংশ নেন। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সিপরানুজ বাস্কে জানান,লোকশিল্পীদের সরকারি প্রকল্প নিয়ে জানান হল।এরপর তারা প্রকল্প গুলো নিয়ে গান,নাচ,ছড়ার আয়োজন করবে।সেগুলি এই রবীন্দ্র ভবনের মঞ্চেই তাদের উপস্থাপিত করতে হবে।আমরা আশা রাখছি লোকশিল্পীদের মাধ্যমে খুব সহজভাবে সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পারবেন আমজনতা।

আজকের দিনটি

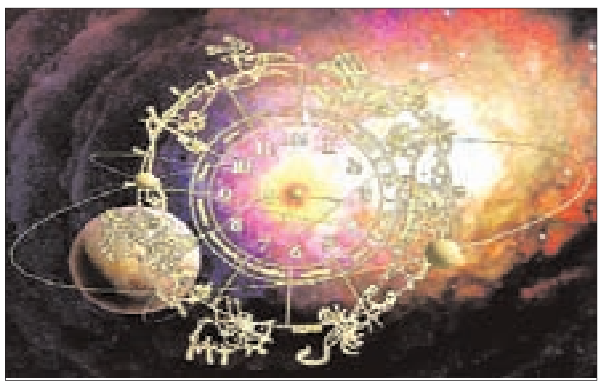

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

দুই দলের সমাবেশ ঃ হকাররা খুশি, দোকানিদের আক্ষেপ

ঢাকা ঃ প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র শনিবারের মহাসমাবেশ ঘিরে হকাররা বেশ খুশি। তাদের বেচাবিক্রি ভালোই বেড়েছে। কিন্তু দোকানিদের বিপরীত অবস্থা।

দুই দলের সভাস্থলের আশপাশে দোকানপাট বন্ধ রাখতে হয়। ফলে তাদের বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশের তল্লাশির কারণে বাসেও খুব বেশি যাত্রী হচ্ছে না। বাস কাউন্টারের লোকজন বলছেন, পুলিশের তল্লাশি কমলে গত দুই তিন দিনে তারা ভালোই ব্যবসা করতে পারতেন। কিন্তু তল্লাশির কারণে অনেক সিট ফাঁকা আসছে।

শনিবার রাজধানীর নয়াপল্টনে ও জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুই রাজনৈতিক দলের পাল্টাপাল্টি সমাবেশ হওয়ার কথা। দুই দলই কয়েক লাখ মানুষের উপস্থিতি নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়েছে। সমাবেশ ঘিরে হকারদের উপস্থিতি বেশ বেড়ে যায়। পানি, ঝালমুড়ি, আইসক্রিম, বাদাম, ফুসকা, ফাস্টফুড, পতাকাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় ও মুখরোচক জিনিসপত্র বিক্রি করেন তারা। লাখো মানুষের জমায়েত হওয়ায় বেচাকেনা ভালো হয়। তাতে বেশ খুশি হকাররা। পাশাপাশি সমাবেশকে কেন্দ্র করে হোটেল, রেস্টুরেন্ট, চায়ের দোকান ও ভ্রাম্যমাণ খাওয়ার দোকানে বিক্রি বাড়ে।

বিএনপির সমাবেশে আগের রাত থেকেই নেতাকর্মী জড়ো হতে থাকেন। ফলে সারারাত হকারদের কেনাবেচা ভালোই হয়। নয়াপল্টনে বিএনপি'র পার্টি অফিসের অদূরে ভ্যানে করে চা বিক্রি করেন রশিদ মিয়া। আলাপকালে তিনি বলেন, সমাবেশ হলেই চায়ের সঙ্গে পানি বিক্রিও বেড়ে যায়। অনেকে চা খেয়ে বিল না দিয়ে গেলেও লস হয় না। সব মিলিয়ে পুষিয়ে যায়। ওই দিন সাহায্য করার জন্য দুই জন অতিরিক্ত লোকও রাখতে হয়। তাদের বেতন দেওয়ার পরও ভালোই লাভ থাকে। শুধু মারামারি হলেই ঝামেলা। তা না হলে সমাবেশের দিনটা ভালোই যায়। এক মাসের বিক্রি এক দিনেই হয়।

একই এলাকায় বাদাম বিক্রি করেন কিশোরগঞ্জে ভৈরবের যুবক জামশেদ আলী। তার মতেও প্রতিদিন ৫০০ থেকে ৬০০ টাকার বাদাম বিক্রি হলেও সমাবেশের দিন তিন থেকে চার হাজার টাকার বাদাম বিক্রি হয়। বিএনপি অফিসের সামনে নিয়মিত পতাকা বিক্রি করেন নাসির উদ্দিন। সবার কাছে তিনি খুবই পরিচিত। আলাপকালে বললেন, আমরা দুই ভাই পতাকা বিক্রি করি। আমি বিএনপির পতাকা, খালেদা জিয়া, জিয়াউর রহমান, তারেক রহমানের ছবি, সিল এসব বিক্রি করি আর আর আমার আরেক ভাই আওয়ামী লীগের ওখানে আওয়ামী লীগের পতাকা, শেখ হাসিনা আর শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি, সিল এসব বিক্রি করে। আমাদের মধ্যে একটা মিল হলো, আমরা দু'জনেই বাংলাদেশের পতাকা বিক্রি করি। বেচাকেনা এমনিতে তেমন হয় না কিন্তু যখন সমাবেশ হয় তখন বেশ ভালো হয়।

একইভাবে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিন গেটের পাশেই সিঙ্গারা, পুরি, সমুচা বিক্রি করেন আজিজুল ইসলাম। তিনি বলেন, গুলিস্তানে সব সময়ই মানুষের ভীড় থাকে। তারপরও আওয়ামী লীগের সমাবেশ হলে বিক্রি কয়েকগুন বেড়ে যায়। অনেকে খেয়ে ভীড়ের মধ্যে বিল না দিয়ে চলে যায়। কিন্তু দিনশেষে ভালোই লাভ থাকে। শুধু মারামারি হলে অনেক ক্ষতি হয়। একবার বেচাকেনা ঠিকমতো হয়েছিল, কিন্তু পরে পুলিশের দৌড়ানি খেয়ে আমার সবকিছু পড়ে যায়। ফলে মিছিল মিটিংয়ের আশেপাশে থেকে বেচাকেনা বেশি হলেও একটু ভয় থাকে কখন যে কি হয়। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও তো ভালো।

তবে নয়াপল্টনের আদিবা ফ্যাশনের দোকানি রফিকুল ইসলাম বললেন, সমাবেশের আগের দিন থেকে দোকান বন্ধ রাখতে হয়। এছাড়া ছোট খাট কর্মসূচী থাকলেও আমাদের দোকান বন্ধ থাকে। ফলে সমাবেশ ঘিরে আমাদের ব্যবসা ভালো হয় না, বরং লস হয়। নিউ মার্কেটের নূর ফ্যাশনের দোকানি মহসিন হোসেন বলেন, আগে ঢাকায় সমাবেশ হলে গ্রাম থেকে যারা আসতেন তারা পরিবারের জন্য শপিং করে নিয়ে যেতেন। এখন আর সে অবস্থা নেই। একদিন আগে থেকেই রাস্তায় মানুষের চলাচল কমে যায়। সমাবেশের দিন তো দোকান বন্ধই রাখতে হয়। ফলে রাজনৈতিক কর্মসূচীতে আমাদের অবস্থা খারাপ যায়।

অনেক দিন পর সম্প্রতি প্রধান দুই রাজনৈতিক দল প্রতিনিয়তই রাজপথে কর্মসূচী পালন করছে। এতে ব্যানার-ফেস্টুনের ব্যবহার বেড়েছে। ডিজিটাল ব্যানার বিক্রি কী বেড়েছে? জানতে চাইলে পল্টনের বন্ধু মিডিয়ার সত্বাধিকারি কাজী মাহবুব আলম বলেন, ডলারের সংকটের কারণে আমরা যে তেনা ব্যবহার করি সেটা আমদানি করতে পারছি না। ফলে এর দাম অনেক বেড়েছে। এতে রাজনৈতিক নেতারা এখন আর ডিজিটাল ব্যানার ব্যানার ব্যবহার করেন না। তারা কাপড়ের উপর হাতে লেখা ব্যানার বেশি ব্যবহার করেন।

বিএনপি-আওয়ামী লীগের সমাবেশ ঘিরে দুই দলের কর্মী সমর্থকরা সারাদেশ থেকে ঢাকায় আসছেন। এতে পরিবহন ব্যবসা একটু ভালো যাচ্ছে কিনা? জানতে চাইলে বিআরটিসি বাস কাউন্টারে থাকা রমিজ উদ্দিন বললেন, ফরিদপুর থেকে আমাদের যে বাস ঢাকায় আসছে তাতে অনেকগুলো সিট ফাঁকা থাকছে। এখন তো অনেক মানুষ ঢাকায় ঢুকছে, তাহলে বাসের সিট ফাঁকা কেন? জানতে চাইলে তিনি বলেন, পথে পুলিশ-র‌্যাবের চেকপোস্টের কারণে মানুষ বাসে আসছে না। কীভাবে আসছে আমি জানি না। চেকপোস্ট না থাকলে হয়ত যাত্রী একটু বেশি হতো। ফরিদপুর থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকায় আসতে কোথায় চেক হচ্ছে? জানতে চাইলে তিনি বলেন, সব জায়গাতেই হচ্ছে। কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই, যখন যেখানে পারছে সেখানে চেকপোস্ট বসিয়ে চেক করছে।

তবে বাসে কিছু যাত্রী বাড়ার কথা স্বীকার করলেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের মহাসচিব ওসমান আলী। তিনি বলেন, দুই দলের সমাবেশের কারণে গত দুই তিন দিন ধরে প্রতিটি বাসেই ৮-১০ জন করে যাত্রী বেশি হচ্ছে। চেকপোস্টের কারণে কিছু হচ্ছে না। যারা আসছে তারা তো আসছেই।

মহাসমাবেশ বনাম শান্তি সমাবেশ ঃশনিবারের আগেই আতঙ্ক

ঢাকা ঃ বিএনপির মহাসমাবেশ ও আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশের আগেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে নেতাদের কথা আর পুলিশি তৎপরতায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে বেশি। আর আওয়ামী লীগ বৃহস্পতিবার বিকেল থেকেই মাঠে নেমে গেছে।

যদিও সমাবেশ আরো একদিন পর শনিবার। বিএনপির তৃণমূলের অধিকাংশ নেতাকর্মী সমাবেশে অংশ নিতে এরই মধ্যে ঢাকা চলে এসেছেন।

এখন সংকট চলছে বিএনপির সমাবেশের জায়গা নিয়ে। বিএনপি নয়াপল্টন দলীয় কার্যালয়ের সামনেই সমাবেশের সব প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু পুলিশ তাদের সেখানে সমাবেশ করতে দিতে চায় না। বিকল্প জায়গার প্রস্তাব চেয়ে পুলিশ বিএনপিকে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু বিএনপি জবাবে নয়া পল্টনেই সমাবেশ করবে বলে জানিয়ে দিয়েছে। পুলিশ আওয়ামী লীগকেও চিঠি দিয়েছে বিকল্প জায়গা জানতে। তারা এখনো জবাব দেয়নি। আওয়ামী লীগ শান্তি সমাবেশ করতে চায় বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটে। জানা গেছে, বিএনপির অবস্থান বুঝে আওয়ামী লীগ সিদ্ধান্ত নেবে।

আশঙ্কা করা হচ্ছে সমাবেশের আগে মূল জটিলতা হবে বিএনপির নয়া পল্টন নিয়ে। বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলে জানা গেছে, বিএনপি এবার গত ডিসেম্বরের মতো ছাড় দেবে না। তারা নয়াপল্টনেই সমাবেশ করার ব্যাপারে অনড়। বড় জোর শেষ পর্যন্ত তারা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যেতে পারেন। শহরের আশপাশ যেমন, গোলাপবাগ মাঠ এধরনের জায়গায় তারা সমাবেশ করবে না। পুলিশের একটি সূত্র জানায়, তারা পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেবেন। এমনও হতে পারে তারা শেষ পর্যন্ত কোনো দলকেই সমাবেশের অনুমতি নাও দিতে পারেন তারা।

পুলিশ ঢাকায় বিএজ্রপি নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে আটক অভিযান অব্যাহত রেখেছে। বুধবার রাতে তারা বিএনপির ২৭ জনকে আটক করেছে। গত এক সপ্তাহে পুলিশ সারাদেশ থেকে বিএনপির তিন হাজার ৬২০ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে বলে বিএনপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে । মামলা করা হয়েছে ৪০০। ঢাকায় বিএনপির একাধিক নেতার বাসায় অভিযান চালিয়েছে পুলিশ।

এদিকে মহাসড়ক এবং ঢাকার প্রবেশ পথে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অংশে বৃহস্পতিবার দুপুরে র‌্যাবের তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। বিকেলের দিকে পোস্তোগোলা এলাকায় র‌্যাব অভিযান চালায় বলে জানা গেছে। তাদের এই তল্লাশি অভিযান সমাবেশের দিন পর্যন্ত চলবে। র‌্যাবের গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন জানিয়েছেন, সমাবেশের সময় যাতে নাশকতার জন্য কেউ কোনো অস্ত্র ও বিস্ফোরক বহন করতে না পারে সেজন্য ২৮ অক্টোবর ঢাকার প্রবেশ পথগুলোতে তল্লাশি চৌকি বসাবে র‌্যাব।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার জানান,আমরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য দুই দলকেই তাদের সমাবেশের জায়গা পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছি। তবে বিএনপি নয়াপল্টনেই সমাবেশ করবে বলে জানিয়েছে। তারা বলেছে, তাদের যথেষ্ট পরিমাণ স্বেচ্ছসেবক থাকবে, তারা শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করবে। আওয়ামী লীগ এখনো কিছু জানায়নি। দুই দলের সঙ্গেই আমাদের আলাপ আলোচনা চলছে। আমরা তো কারুর শত্রু না। আমরা একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে চাই। তবে এখন পর্যন্ত কোনো দলকেই আমরা সমাবেশের অনুমতি দেইনি। তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমরা ফুল প্রুফ নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়েছি। শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ হতে পারে এমন কোনো পরিস্থিতি আমরা সৃষ্টি হতে দেব না।

বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার অভিযানের অভিযোগের জবাবে তিনি বলেন,আমরা রাজনৈতিক কারণে কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করছি না।

বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স জানান, আমরা নয়াপল্টনেই সমাবেশ করব। এর আগেও আমরা এখানে সমাবেশ করেছি। কখনোই শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়নি। শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই সমাবেশ হয়েছে। এবারো হবে।

তিনি বলেন,ঢাকাসহ সারাদেশে পুলিশ আমাদের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করেছে। জেলা উপজেলায় নেতাকর্মীরা বাড়িঘরে থাকতে পারছেন না। তাই তারা আগেই ঢাকা চলে এসেছেন। এখন পুলিশের ভয়ে ঢাকায় আত্মীয় স্বজনের বাসায়ও থাকতে পারছেন না । তবে এইসব বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে আমরা সফল সমাবেশ করব।

তৃণমূলে কথা বলে জানা গেছে, এখন পর্যন্ত তাদের কাছে ২৮ সেপ্টেম্বর সমাবেশে অংশ নেয়ার নির্দেশনাই আছে। এরপর কী কর্মসূচি হতে পারে তা জানানো হয়নি। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে নির্বাচনের তফসিল এবং জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচনের কথা রয়েছে। বিএনপি শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচনে যাবে না। তারা চায় বর্তমান সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন। আর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বর্তমান সরকারের অধীনেই নির্বাচনে অনড় আছে।

বিএনপির মহাসমাবেশকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই নিয়েছে আওয়ামী লীগ। তারা মনে করে সমাবেশের পরই বিএনপির নেতাকর্মীরা ঢাকায় অবস্থান নিতে পারে। টানা কর্মসূচিতে চলে যেতে পারে। এজন্য তারা আগেই মাঠ দখলে রাখার কাজ শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে দলটি ঢাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে শান্তি সমাবেশ করেছে। তাদের ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত মাঠেই থাকতে বলা হয়েছে। শুক্রবার থেকে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের অবস্থান নেয়ার কথা রয়েছে। তারা সমাবেশের দিন পর্যন্ত এই অবস্থান ধরে রাখবেন। আর বায়তুল মোকররম দক্ষিণ গেটের সমাবেশেও ব্যাপক নেতাকর্মীর সমাবেশ ঘটানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের একজন নেতা জানান, কোনো কারণে পুলিশ কোনো দলকেই ঢাকায় সমাবেশ করার অনুমতি না দিলে সড়ক ও পাড়ামহল্লায় বিএনপির নেতাকর্মীরা যাতে অবস্থান নিতে না পারে তার প্রস্তুতি তারা নিয়ে রেখেছেন। তাদের পরিকল্পনা হলো যেকোনো উপায়ে ঢাকা শহর তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা।

এদিকে ঢাকার ওয়ার্ডগুলোতে পুলিশের সঙ্গে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাও কাজ করছেন। তারা পুলিশকে বিরোধী নেতাকর্মীদের ব্যাপারে তথ্য দিচ্ছেন। এলাকায় নতুন এবং অপরিচিত মুখ দেখলে পুলিশকে খবর দিচ্ছেন।

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন জানান, আজ (বৃহস্পতিবার) থেকেই আমাদের নেতাকর্মীরা মাঠে নেমে গেছেন। ২৮ তারিখ শান্তি সমাবেশ করে তারা ঘরে ফিরবেন। আমরা কোনোভাবেই অশান্তি সৃষ্টি করতে দেব না। বিএনপি বলেছে তারা শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করবে। তাহলে তো ভালো। কিন্তু তারা যদি নাশকতা করে তাহলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা তাদের প্রতিরোধ করব।

তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, পুলিশ শান্তিশৃঙ্খলার জন্য আমাদের শান্তি সমাবেশের জায়গা পরিবর্তনের অনুরোধ করেছে। আমরা সেটা বিবেচনা করব। তবে বিএনপি যদি নয়াপল্টনে সমাবেশ করে তাহলে আমরা বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটেই শান্তি সমাবেশ করব। বিএনপির যুগপৎ আংেদালনের শরিকেরাও ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ২৮ অক্টোবর সমাবেশ করবে। জামায়াতে ইসলামী মতিঝিল শাপলা চত্বরে সমাবেশের ঘোষণা দিলেও পুলিশ তাদের কোনো সমাবেশেরই অনুমতি দেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে।

সবমিলিয়ে ঢাকায় মানুষের মধ্যে ২৮ অক্টোবরের সমাবেশের আগেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার ঢাকায় যানবাহন চলাচল ছিলো স্বাভাবিকের চেয়ে কম। রাস্তায় মানুষজন কম দেখা গেছে।

টুকরো খবর

'বিপথগামী কৈশোরকাল' পথ দেখাবে কে?

ঢাকা ঃ শহর ঢাকায় খেয়াল করলে দেয়ালে দুটো বিষয় চোখে পড়ে। প্রথমত রকমারি আহ্বানের চিকা। দ্বিতীয়ত নানাবিধ গ্রাফিতি।

নিজ দলের নাম লিখে পাড়ায় বা এলাকায় অস্তিত্ব জানান দেয় তারা। দেয়াল থেকে এসব নাম মুছে ফেলা যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি 'কিশোর গ্যাং' নামে যে অপসংস্কৃতি তা উপড়ে ফেলা। কম বয়সীদের এই অপরাধ-চক্র বড়দের প্রক্রিয়ায় থামানো সম্ভব নয়। আমাদের আইনও সে কথাই বলে। বয়স আঠারোর নিচে হলে সাজার চেয়ে নিজেকে ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে নেওয়ার সুযোগ বেশি পায় কিশোরকালের অভিযুক্তরা। যেন 'ভীতি পুলিশ' নয়, 'নীতি পুলিশ' এখানে বেশি কেজো। তা কী আদৌ কাজে আসছে সেই প্রশ্নও থাকতে পারে। আবার দেশের কিশোর সংশোধনকেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা ও দায়িত্বরতদের সদিচ্ছার বিষয়টিও সামনে আসতে পারে। আবার আইনের প্রয়োগে প্রাথমিক ধাপে যারা আছেন, সেই থানা-পুলিশ প্রসঙ্গও আলোচনার বাইরে থাকতে পারে না। কিশোর গ্যাংয়ের ডাকু বা দস্যুপনা নয়, আমাদের পুলিশের প্রায়ই চোখ যায় 'চুলে'। গত কয়েক বছরে আমরা দেখেছি, টাঙ্গাইলের ভুয়াপুর কিংবা সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এলাকার কিশোর-তরুণদের মাথার কেতা কেমন হবে, সেটা নির্ধারণ করে দিতে চান। চুলের বিরুদ্ধে নামে অভিযানে। ছেলেদের বড় চুল, রাঙা চুল, এলো চুল যেন সব অপরাধের অভয়ারণ্য। অথচ আমরা দেখেছি,

দেশের শীর্ষ সন্ত্রাসীদের অনেকেই মাথার ছাঁটে পুলিশের কাছাকাছি। 'চুলের স্বাধীনতা' পাওয়া কেউ কেউ অবশ্য বিষয়টির অপব্যবহারও করেছেন। এক্ষেত্রে আমরা আপাতত টিকটকের এক পরিচিত মুখের কথা মনে করতে পারি। তার চুল দেখে কেউ 'রুচির দুর্ভিক্ষ' বলতেই পারেন, তবুও রঙনকশা কোনো অপরাধ হতে পারে না। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে কিশোর গ্যাং গড়ার চেষ্টা করছেন, এমন অভিযোগ যখন সামনে আসে, তখন চুলও তার জন্য ইতিবাচক ব্যাপার হিসেবে আর থাকে না। রাজধানীর উত্তরার রাস্তা দখল করে টিকটক ভিডিও করতে গিয়েই ফৌজদারি অপরাধে জড়িয়ে পড়েছিলেন সেই টিকটকার। তিন বছর আগের সেই ঘটনা মামলা অবধি গড়ায়। তাকে তখন গ্রেপ্তারও করা হয়। এই আগস্ট মাসে ঢাকার সেন্ট্রাল রোডের একটি ডাকাতির ঘটনায় বেশ কয়েকজন কিশোরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যেখানে ডাকাত দলটির নেতৃত্ব দেয় এক 'কিশোরী'। এখানেও অভিযুক্তরা নাকি সবাই টিকটক ভিডিও করতো। আর তাদের অনেকেই নাকি আবার মাদকাসক্ত। এই মাদকের টাকা সংগ্রহ করতে গিয়েই অনেক কিশোর সংঘবদ্ধ হয়ে অপরাধকর্মে জড়িয়ে পড়ছে। তাই 'কিশোর গ্যাং' তৈরির মূলে যা কিছু আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো নেশাদ্রব্য। কিশোরদের মাদক থেকে দূরে রাখতে অভিভাবকদের সতর্ক থাকা জরুরি। কিন্তু মাদকের যোগান থাকার দায় গড়াবে আবার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রশাসনের কাঁধে। পুলিশ সক্রিয় থাকলে একজন কিশোরের পক্ষে মাদক কেনা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। মাদকের বাইরেও ঘটনা থাকে। পাড়ায় কে বড়, কে ছোট-এ নিয়ে দাদাগিরিও কিশোর গ্যাংয়ের পত্তনে ভূমিকা রাখে। এমন কারণেই গেল মে মাসে ঢাকার দনিয়ায় মুশফিক তাজুন নামে এক কিশোরকে প্রাণ দিতে হয়েছে। শহরতলী বা তৃণমূল তো নজরদারির বাইরেই বলা যায়, কিন্তু কেন্দ্রে বনানীর মতো এলাকায় যখন কিশোর গ্যাং উচ্চশব্দে গান বাজিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যায়, মানুষকে উত্যক্ত করে, ছিনতাই-রাহাজানিতে জড়িয়ে পড়ে, তখন তার দায় নিতে হবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের। সম্প্রতি তারা অবশ্য 'পিচ্চি জয়' নামে কিশোর গ্যাংয়ের তিন সদস্যকে আটক করেছে। কিন্তু এ ধরনের কিশোর অপরাধী দল জন্মের শুরুতেই ঠেকানো যায়নি কেন? কিশোর গ্যাং নামে অপসংস্কৃতি যে চলছে, তার পেছনে পরিবারের অসচেতনতা, সমাজের গোঁড়ামি না রাষ্ট্রের গাফিলতি দায়ী? সব পক্ষকেই নিতে হবে সমান সমান দায়। নিজ নিজ জায়গায় যার যার ভূমিকা ঠিক থাকলে দেখা যাবে 'জীবনের সবচেয়ে সুন্দরতম অধ্যায় কৈশোরকাল', মনোচিকিৎসক ডা. মোহিত কামালের এই পঙতির কাছে পরাজিত হবে, তারই রচিত আরেক পঙতি 'সবচেয়ে বিপজ্জনক সময়ও কৈশোরকাল'।

সম্পাদকীয়

পাকিস্তানে ওষুধের আকাশছোঁয়া দাম, রোগীদের মহাসংকট

ওষুধের দাম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। বাধ্য হয়েই মানুষ ঝুঁকছেন কালো বাজারের দিকে। ৩৫ বছর বয়সি ইয়াসির আলির দৈনিক আয় বাংলাদেশি টাকায় ৪৪০ টাকারও কম। পেশায় দিনমজুর ইয়াসিরের মৃগী রোগ আছে, ফলে তাকে নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়। ইয়াসির জানান, মৃগীরোগের ওষুধের একটি পাতার দাম বাংলাদেশি টাকায় ১০০ টাকার সমান। কিন্তু কালো বাজারে একই ওষুধের দাম প্রায় পাঁচগুণ। এর কারণ, বাজারে বর্তমানে ওষুধের চরম সংকট। গত দুই দশক ধরে ওষুধের ব্যবসা করা খালিম আঞ্জুমও এই সংকটে আছেন অনেক দিন ধরে। তিনি জানান, কাঁচামাল কিনতে কয়েক বছর আগের তুলনায় কয়েকগুণ দাম মেটাতে হয় এখন। দাম কবে কমবে তার কোনো ঠিক নেই, জানান তিনি। আঞ্জুম আরো বলেন, ''এই সংকট আমাদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ।'' চলমান সংকটের অন্যতম কারণ মুদ্রাস্ফীতি। ওষুধ বা ওষুধের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পাকিস্তানকে আমদানি করতে হয়।

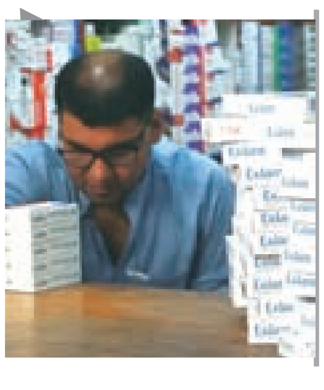

পাকিস্তানি রুপির দাম কমতে থাকায় বিদেশি ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলোর কাছ থেকে ওষুধ কেনা পাকিস্তানি ব্যবসায়ীদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সাবেক সহকারী ড. ফয়সাল সুলতান বলেন, ''এখন আমরা এমন একটা পরিস্থিতিতে রয়েছি, যেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় বা জীবনদায়ী ওষুধ বাজারে বাজারে নেই বা থাকলেও খুবই কম আছে।'' অনেকের মতে, এই সংকটকে আরো কঠিন করছে কিছু বিবেকহীন দালাল, যারা বেশি বেশি করে ওষুধ কিনে পরে তা চড়া দামে বিক্রি করে। এদের 'ড্রাগ মাফিয়া' বলা হয় পাকিস্তানে। ২০২৩ সালে গোটা পাকিস্তানজুড়ে এমন বেশ কয়েকটি চোরাই ওষুধের গুদামে অভিযান চালায় পুলিশ। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ সময় আসে এ বছরের এপ্রিলে। তখন পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ জরুরি ওষুধের দাম ১৪ শতাংশ বাড়ায়, অন্য ওষুধের জন্য দাম বাড়ে ২০ শতাংশ। সেপ্টেম্বরে কার্যকর হওয়া এই নীতির প্রভাব পড়ে ৮০ হাজারেরও বেশি ওষুধের ওপর। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত নতুন নয়। গত পাঁচ বছরে এমনভাবে দাম বেড়েছে ১৫বার। কিন্তু একধাপে এতটা দাম কখনোই বাড়েনি। আইনজীবী ও সমাজকর্মী নূর মেহেরের মতে, প্রভাব পড়ছে হাসপাতালগুলিতেও। তিনি বলেন, ''প্রায় একশটির কাছাকাছি প্রাণরক্ষাকারী ওষুধ পাচ্ছে না রোগীরা।'' পাকিস্তানে প্রায় চার হাজার ফার্মেসির বৈধ কাগজপত্র আছে, কিন্তু ফার্মাসিস্টা অ্যাসোসিয়েশনের মতে, প্রায় এক লাখ ব্যবসায়ী অবৈধভাবে ওষুধের ব্যবসা করছেন। পেশোয়ারের মতো শহরে অবৈধ ব্যবসায়ী বা দালালরা যে কোনো ওষুধ এনে দিতে পারে, সঠিক দামের বিনিময়ে। কালো বাজারের রমরমার সময়ে সংকট বাড়ছে দেশের ওষুধ সংস্থাগুলোতে। সংকটের আগে পাকিস্তানে অন্তত ৬০০টি ওষুধ প্রস্তুতকারী কারখানা ছিল। তবুও বিদেশি নির্ভরতা কমানো যায়নি, কারণ কাঁচামালের জন্য নির্ভর করতে হয়।

বিশ্বভারতীর ফলকে নেই রবি ঠাকুরের নাম, প্রতিবাদের ঝড়

বিশ্বভারতীর নাম ফলক থেকে বাদ পড়েছেন স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কড়া সমালোচনার মুখে পড়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। প্রতিবাদে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে তৃণমূল।

বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে বীরভূমের শান্তিনিকেতন। এর ধারাবাহিকতায় যে ফলকটি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বসানো হয়েছে, তাতে নেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। শুরু হয়েছে বিতর্ক।

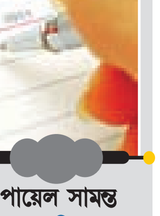

পায়েল সামন্ত
প্রাবন্ধিক

ইউনেস্কো এর স্বীকৃতি পাওয়ার পর বিশ্বভারতীর উপাসনা ঘর, ছাতিমতলা ও রবীন্দ্র ভবনের উত্তরায়ণের সামনে সম্প্রতি শ্বেতপাথরের ফলক বসানো হয়েছে। তাতে লেখা হয়েছে, 'ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট।' তার নীচে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য নরেন্দ্র মোদী ও উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নাম। কিন্তু নেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে ক্ষোভ জানান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ''বিশ্বভারতী ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য। তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। তার নামই সরিয়ে দিয়েছে!''

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসের বাইরে কবিগুরু মার্কেটের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করে স্থানীয় তৃণমূল। অবস্থান কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছে বিশ্বভারতীর সাবেক শিক্ষার্থীরাও। শনিবারও জারি রয়েছে এই কর্মসূচি।

এ ঘটনার পর বিভিন্ন স্তর থেকে বিশ্বভারতীর নিন্দা শোনা যাচ্ছে। আশ্রমিক থেকে শুরু করে সাবেক ও বিশ্বভারতীর শিক্ষকদের একাংশ ক্ষোভ জানিয়েছেন। সমালোচনার তীর উপাচার্যের দিকেই।

ঠাকুর পরিবারের সদস্য ও প্রবীণ আশ্রমিক সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, বর্তমান উপাচার্য বিশ্বভারতীর হর্তাকর্তাবিধাতা হয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলে কেউ ছিলেন, আজ বোধহয় তারা ভুলে গেছেন। এমন ঘটনা এখানে আগে কখনো ঘটেনি।''

বিষয়টি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও অসন্তুষ্ট। রাজভবন সূত্রে জানা গেছে, তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্যের কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন, কীভাবে বিশ্বকবির নাম বাদ পড়ল।

বিশ্বভারতীর সাবেক উপাচার্য সবুজকলি সেন বলেন, ''কোথাও হেরিটেজ হলে সেখানকার ফলকে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখা থাকে। এক্ষেত্রে সেটা হয়নি, বরং নাম কেনার চেষ্টা হয়েছে।''

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য পবিত্র সরকার বলেন, ''এটা অত্যন্ত নিম্ন রুচির বিজ্ঞাপন। শান্তিনিকেতনের স্বীকৃতি লাভের পিছনে বর্তমান আচার্য বা উপাচার্য, কারো কোনো ভূমিকা নেই। এই খবরটা আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করায় আমি ফেসবুকে লিমেরিক লিখেছি।''

প্রেসিডেন্সি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অমল মুখোপাধ্যায় বলেন, ''দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ফলক বদলে দেবেন বলে শোনা যাচ্ছে, দেখা যাক কী পদক্ষেপ নেয়া হয়। তবে তারা তাড়াহুড়ো করে ফলক না লাগালেই পারতেন। যদিও শুরু থেকেই এটা নিয়ে রাজনীতি কাম্য নয়।''

কেন্দ্রের সমালোচনা তো করেছেন, তৃণমূলকেও ছাড়েননি সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তার বক্তব্য, ''কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান মানে মোদীর ছবি লাগাতে হবে, আর রাজ্যের প্রতিষ্ঠান মানে দিদির ছবি লাগাতে হবে। বিশ্বভারতী যা করেছে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটাই দেখা যাচ্ছে। দুজনের ছবিই ফেলে দিতে হবে।''

বিজেপির রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক সুকান্ত মজুমদার বলেন, ''বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথ সমার্থক। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীকে খাটো করতে ওখানে আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশ্বভারতী কেন্দ্র থেকে কত টাকা পেয়েছে আর মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্ববিদ্যালয় কত অনুদান পেয়েছে, সেটা দেখতে হবে।''

বিজেপি নেতা ও এলাকার সাবেক সাংসদ অনুপম হাজরাও উপাচার্যকে আক্রমণ করেছেন। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, ''নিজের উপাচার্য পদ বাঁচানোর তাগিদে প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করতে গিয়ে, এই ওভারস্মার্ট ভণ্ড বিশ্বভারতীর উপাচার্য আরও ক্ষতি করবেন।''

ফলক প্রতিষ্ঠার আইনি বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্বভারতীর শিক্ষক সংগঠনের বক্তব্য, যেখানে ফলক লাগানো হয়েছে, তার মালিকানা হয় শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের, নইলে পূর্ত দপ্তরের। ফলক বসানোর আইনি অধিকার উপাচার্যের নেই। প্রশ্ন উঠেছে, নাম ব্যবহারের আগে কি আদৌ প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি নেয়া হয়েছিল?

এ সব প্রশ্নে এখনো মুখ খোলেননি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। তবে বিতর্কের জেরে তাদের পিছু হঠার ইঙ্গিত মিলেছে। সূত্রের দাবি, ওই ফলক অস্থায়ী ভাবে বসানো হয়েছে। পরে সরিয়ে দেয়া হবে। যদিও কবে ফলক সরানো হবে বা বিশ্বকবির নামযুক্ত নতুন ফলক বসবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গেছে।

বরফ ও আগুনের দেশ আইসল্যান্ড

ডিয়ানা পিনিয়েরোস

প্রকৃতির আদিম রূপ ও শক্তি এবং পৃথিবীর কাঠামো সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে আইসল্যান্ডের মতো দেশে যেতেই হবে। বিশেষ এক ট্যুরে দেশের সেরা প্রাকৃতিক আকর্ষণগুলি ঘুরে দেখার সুযোগ পাওয়া যায়।

আইসল্যান্ড বরফ ও আগুনের দেশ হিসেবে পরিচিত। প্রকৃতিপ্রেমীদের স্বর্গ। রাজধানী রেইকইয়াভিক থেকে ৫০ কিলোমিটারের কম দূরত্বে দেশের দক্ষিণে গোল্ডেন সার্কেলের দ্রষ্টব্যগুলির দেখা মেলে। সহজেই নাগাল পাওয়া যায় বলে সেই সব জায়গা জনপ্রিয় আকর্ষণ হয়ে উঠেছে।

গাড়ি ভাড়া নিয়ে নিজেই চালিয়ে সে সব জায়গায় যাওয়া যায়, অথবা পরিকল্পিত ট্যুরে অংশ নেওয়া যায়। ডিডাব্লিউর টিম এক দিনের রোডট্রিপ বেছে নিয়েছিলো। তাদের প্রথম গন্তব্য ছিল গ্যুটলফস বা সোনালি জলপ্রপাত। গোল্ডেন সার্কেল নামটা সেখান থেকেই এসেছে। 'গাইড টু আইসল্যান্ড'-এর কাটরিন ফ্রেড্রিকসনের সঙ্গে দেখা করে মূল যাত্রা শুরু হলো। উপরের ভিউয়িং প্ল্যাটফর্ম থেকে তার সূচনা ঘটলো। এটাই হলো আইসল্যান্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত জলপ্রপাত। সত্যি অসাধারণ। কিন্তু কেন? 'গাইড টু আইসল্যান্ড'-এর প্রতিনিধি কাটরিন ফ্রেড্রিকসন, ''আসলে মাত্র দুইটি অংশ দিয়ে এই জলপ্রপাত তৈরি হয়েছে। প্রথম অংশটি অনেকটি ধীর গতির নির্ঝর জলপ্রপাত। উচ্চতা ১১ মিটার। তারপর সেটি বিশাল উচ্চতা থেকে নীচে পড়ছে, ২১ মিটার। এমন সংমিশ্রণ এবং অসাধারণ গিরিখাতে বয়ে যাওয়ার কারণে এটি এমন সুন্দর।''

এমন নিসর্গ দেখলে সত্যি বিস্ময়ে মুগ্ধ হতে হয়। শীতকালে জলপ্রপাতের কিছু অংশ জমে গেলে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। নিরাপত্তার কারণে শীতের মাসগুলিতে নীচের ভিউয়িং প্ল্যাটফর্ম বন্ধ রাখা হয়। সেখানে পৌঁছতে দশ মিনিট সময় লাগে। এটাই হলো নীচে থেকে দেখার ভিউয়িং পয়েন্ট। মনে হয় এটি বেশি পছন্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, যেন জলপ্রপাতের মাঝেই রয়েছি। এবার হোইকাদালুর উপত্যকায় যাবার পালা। সেখানেই আইসল্যান্ডের বিখ্যাত স্ট্রোকুর ও গ্রেট গাইজার উষ্ণ প্রস্রবণ অবস্থিত। গাইজার এক বিরল প্রাকৃতিক আকর্ষণ। বিশ্বের হাতে গোনা কিছু জায়গায় এগুলির দেখা মেলে। এমনটা কীভাবে ঘটে? কাটরিন ফ্রেড্রিকসন বলেন, ''আমাদের এটার মতো জিওথার্মাল এলাকার প্রয়োজন। তাছাড়া মাটির নীচে পানির উৎস থাকতে হবে, অনেকটা জলাধারের মতো। সেইসঙ্গে জলাধার থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত নির্গমনের পথও থাকা চাই। অনেকটা প্রাকৃতিক প্লাম্বিং সিস্টেমের মতো চাপের মুখে পানি উপরে ধেয়ে যায়।''

স্ট্রোকুর আইসল্যান্ডের সবচেয়ে সক্রিয় গাইজার অবসি্হত। প্রতি পাঁচ থেকে দশ মিনিট অন্তর ফুটন্ত গরম জল আকাশে বেরিয়ে আসে। কখনো এমনকি ২০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ফোয়ারা ওঠে। অনেকটা পচা ডিমের মতো গন্ধ।

পরের গন্তব্য থিংওয়েটলির জাতীয় পার্ক। সেটির বিশাল ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। হোইকাদালুর উপত্যকা থেকে গাড়িতে ৪৫ মিনিটে সেখানে পৌঁছানো যায়। সেখানে গেলে দুটি টেকটনিক প্লেটের মাঝে হাঁটার অভিজ্ঞতা হয়। পার্কটি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় রয়েছে। সেখানেই ৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আইসল্যান্ডের প্রথম সংসদীয় বৈঠক বসেছিল। আইসল্যান্ডের এই প্রথম জাতীয় পার্কের গুরুত্ব সম্পর্কে কাটরিন ফ্রেড্রিকসন বলেন, ''ভূতাত্ত্বিক কারণে জায়গাটি সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। আইসল্যান্ড দুটি টেকটনিক প্লেটের উপর অবস্থিত। থিংওয়েটলির জাতীয় পার্ক সে সব জায়গার মধ্যে পড়ে, যেখানে সেটা স্পষ্ট দেখা যায়। এই মুহূর্তে আমরা একটি টেকটনিক প্লেটের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছি, যেটি নর্থ অ্যামেরিকান টেকটনিক প্লেট। প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে ইউরেশিয়ান টেকটনিক প্লেটের দেখা মিলবে। দুটির মাঝে এক ধরনের 'নো ম্যান্স ল্যান্ড' রয়েছে, যা আসলে নতুন ভূখণ্ড।''

প্রতি বছর আড়াই সেন্টিমিটার হারে সেটির সম্প্রসারণ ঘটছে।

ব্লু লেগুনই শেষ গন্তব্য। অনেক মানুষ গোল্ডেন সার্কেল ট্যুরের সঙ্গে সেটিও দেখে নেন। ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক বিশ্বের ২৫টি আশ্চর্যের যে তালিকা প্রস্তুত করেছে, এটিও তাতে স্থান পেয়েছে। রেইকইয়াভিক থেকে প্রায় এক ঘণ্টা দূরে জায়গাটি অবস্থিত। সেখানে গেলে একটি বিষয় মনে রাখতে হয়। পানিতে ঝাঁপ দেওয়ার আগে মাথার চুল ধুতে হবে। লম্বা চুল থাকলে বেঁধে নিতে হবে। কারণ লেগুনের পানি ত্বকের জন্য ভালো হলেও চুলের জন্য খারাপ। খনিজের ঘনত্বের কারণে চুল শুকিয়ে যেতে পারে। পানির মধ্যে সিলিকা সূর্যের আলোর প্রতিফলন ঘটায় বলে দুধের মতো নীল একটা আবরণ দেখা যায়।

মানুষের তৈরি উষ্ণ প্রস্রবণ হওয়া সত্ত্বেও জায়গাটি সত্যি বিস্ময়কর। মাটির গভীরে পানির তাপমাত্রা ২৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। লেগুনে উঠে এলে সেই পানির তাপমাত্রা কমে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যায়। অন্যান্য অনেক অতিথির মতো একটা সিলিকা মাড মাস্ক হাতে পাওয়া গেলো।

সাময়িকী

বিয়ে, দিল্লির লাড্ডু, ইন্ডাস্ট্রি ও কোটি কোটি টাকার গল্প

ওয়েডিং প্ল্যানার, ম্যারেজ আর্টিস্ট, মেক আপ আর্টিস্ট, ফটো শুট, বলিউডি পরিবেশ, টাকার বন্যা ছাড়া বিয়ে তো অর্থহীন।

গৌতম হোড়
কলামিস্ট

তালিকাটা হাতে পেয়ে চোখ কপালে উঠে গেল। আসলে এতটাই অবাক হয়েছিলাম যে, চোখ কপালে ওঠার মতো ক্লিশে হয়ে যাওয়া বিশেষণ ছাড়া আর কিছু মাথায় এল না। তালিকাটা ওয়োডিং প্ল্যানারের। তাতে বিস্তারে লেখা আছে, বিয়েতে কী অনুষ্ঠান কীভাবে হবে। এখনকার বিবেচনায় আমরা প্রায় প্রস্তর যুগের মানুষ। আমাদের সময় বিয়ের দিন সকালে গায়ে হলুদ, বিকেলে সোজা ছাঁদনাতলায় বিয়ে। একদিন পর বৌভাত। তখন আলোচনার বিষয় ছিল, পাড়ার নাড়ুদা ৪০ পিস মাছ খাওয়ার পর এক হাঁড়ি দই খেয়ে গোটা চল্লিশেক রসগোল্লা সাঁটিয়ে দিয়েছে, তাকে কেউ টপকাতে পারবে কিনা। তখন পাড়ায় পাড়ায় এহেন টেনিদারা বিরাজ করতেন। ডায়েটিং কথাটা সাধারণ মানুষের ডিকশনারিতে ছিল না।

তালিকার কথায় ফিরি। অনুষ্ঠানের তালিকাটা ছিল এরকম। প্রি ওয়েডিং ফটো শ্যুট((স্বদেশে বা বিদেশে শুট করা ওই ভিডিও বিয়ের পরে দম্পতিরাও দেখেন কিনা সন্দেহ), প্রোপোজ করার অনুষ্ঠান, আইবুড়ো ভাত, সঙ্গীত (ডিজেসহ), মেহেন্দি, হলদি বা গায়েহলুদ(পোশাকের রঙ হলুদ বা বাসন্তী), বিয়ের পোশাকে বরকনের ফার্স্ট লুক ফটো অপ, বরযাত্রীদের অনুষ্ঠানস্থলে আসা এবং সেখানে বর আসবে মার্সিডিজে। অন্যরা নিজের মতো গাড়িতে বা বিলাসবহুল বাসে। রিসেপশনের পরের বৌভাত ও মেয়েকে বিদায় দেয়ার অনুষ্ঠান। তালিকায় বলা ছিল, অনুষ্ঠানস্থলের কাছে ব্যান্ড পার্টি থাকবে। বরের শর্ত অনুসারে এক ঘণ্টা নাচার পর প্রবেশ। বর যখন ছাঁদনাতলায় যাবে, তখন পুরো জায়গাটা অন্ধকার থাকবে। তারপর বরের রাস্তার দুই দিকে শুরু হবে আলোর রোশনাই, কনেও আসবে একইরকমভাবে। দুজনের উপরে পড়তে থাকবে ফুল। সেই কুসুমাস্তীর্ণ পথে (ফুলের সঙ্গে যে কাঁটা থাকে, সেটা বোঝা যায় বিয়ের পর) হাঁটতে হাঁটতে বর ও কনে আসলো ছাঁদনাতলায়। প্রতিটি জায়গার আবার আলাদা রঙ আছে। আমি যে বিয়ের কথা বলছি, সেখানে ছাঁদনাতলার রঙ ছিল অফ হোয়াইট ও হালকা মেরুন। সবকিছু সেই রংয়ের। আর যে সে ছাঁদনাতলা নয়, বলিউডের সিনেমায় যে ধরনের ছাঁদনাতলা দেখা যায়, সেরকম আর কী।

বরকনে দাঁড়াতেই তুবড়ির মতো ইলেকট্রিক বাজি শুরু হলো। বড় মায়াময়, বড় অপরূপ হয়ে উঠলো চারপাশ। পুরোহিত একটু দূরে হাপিত্যেশ করে বসে আছেন, কখন এসব শেষ হয়। বরকনের বাবামা হাসি হাসি মুখ করে (এতক্ষণ ধরে এইভাবে কী করে হাসা যায় কে জানে) একদিকে দাঁড়ায়ে। কিন্তু যতক্ষণ ফটো ও ভিডিও তোলা শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ তাদের ওইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। আর ফটো ও ভিডিও শুট তো চাট্টিখানি কথা নয়, একবার এইভাবে পোজ দিতে হবে। আরেকবার অন্যদিকে। বর একবার কনের কাঁধে হাত দিয়ে ছবি তুলবে তো তারপর কনেও বরের কাঁধে হাত রেখে ছবি তুলবে। তারপর প্রায় ভারতনাট্যমের কায়দায় নানা ভঙ্গিতে ছবি ও ভিডিও তোলা হতেই থাকবে। ফটোগ্রাফার ও ভিডিওগ্রাফাররা তো অল্পে সন্তুষ্ট হন না। তারা যে কয়েক লাখ টাকা নিয়েছেন, তা জাস্টিফাই করতে গেলে এসব তো একটু লাগবেই। ক্রিয়েটিভ বিষয় বলে কথা। সময় লাগবে না? কোনোরকমে সেই শুট শেষ হলো, শুরু হলো নানা আলোর খেলা। মঞ্চের সঙ্গে আলোকসজ্জাও তো সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ওহো, বলতে ভুলে গেছি, বরকনের ড্রেস করেছেন ডিজাইনাররা। তাদের কারিকুরি আবার নির্ভর করে কতটা কড়ি ফেলা হচ্ছে তার উপর। যত বেশি দাম, ততই তার বাহার। যত নামী ডিজাইনার, তত বেশি তার মূল্য। বরকনের পোশাকের দাম অনায়াসে আমাদের সারা বছরের বেতনের থেকে বেশি। যে পোশাক তারা আর কখনো গায়েও তুলবেন না। ততক্ষণে ডিজে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। শুরু হয়েছে উদ্দাম গান এবং নাচের ফ্লোরে ঝিকিমিকি আলো। তার সঙ্গে নাচ। অন্যদিকে সুরার ফোয়ারা চলছে। এভাবেই একটার পর একটা অনুষ্ঠান হতে থাকলো। আমি ওই ওয়েডিং প্ল্যানারের এক কর্তাকে ধরে জানতে চেয়েছিলাম এই ধরনের বিয়ে কতজন পছন্দ করেন।

জানা অজানা

'বাংলাদেশ পুলিশ আগের চেয়ে মানবিক'

বাংলাদেশ পুলিশ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে মানবিক বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ।

'ডয়চে ভেলে খালেদ মুহিউদ্দীন জানতে চায়' টকশোতে একথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মোস্তফা ফিরোজ।

২৮ অক্টোবরের মহাসমাবেশকে সামনে রেখে কি গ্রেপ্তার চালাচ্ছে পুলিশ? অনুষ্ঠানের সঞ্চালক খালেদ মুহিউদ্দীনের এমন প্রশ্নের জবাবে ডিবি প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ বলেন, ''আমরা ধরপাকড় করি সুস্পষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে।'' গাড়ি থামিয়ে যাত্রীদের চেক করা প্রসঙ্গে সঞ্চালকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ''তারা ঢাকা শহরে ঢুকলে আমাদের কোন সমস্যা নাই। কিন্তু তারা কী জন্যে ঢুকছে - তার সদুত্তর যদি তারা দিতে না পারে, তারা যদি কিছু বলতেই না পারে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরতো যাচাই-বাছাই করার এক্তিয়ার আছেই।''

শনিবারের মহাসমাবেশের সবকিছু টেলিভিশনে লাইভ প্রচার করা হবে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ভয়েস বাংলার সম্পাদক মোস্তফা ফিরোজ বলেন, ''কালকে আমার ধারণা হল, যেটা হতে পারে সেটা হল, যেহেতু আওয়ামীলীগেরও সমাবেশ আছে সেক্ষেত্রে তারা প্রোটকলে চলে যাবে, ক্ষমতাসীন দল যেহেতু ক্ষমতায় আছে সেহেতু তাদের প্রচারটা বেশি করবে। যাদের মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে তাদের এই আয়োজন তারা হয়তো বৈষম্যের শিকার হবে।''

তিনি বলেন, ''এই পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে প্রায় ৪ হাজার কর্মী এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে গ্রেপ্তার হয়েছে সারা দেশে। আজকে ২০৫ জনকে আদালতে হাজির করা হয়েছে শুক্রবারের দিন এবং এই ২০৫ জনের মধ্যে একজনকেও জামিন দেয়া হয়নি। প্রত্যেককে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। একটা শান্তিপূর্ণ মহাসমাবেশ, সেই মহাসমাবেশে আসাতো অপরাধ না। কিন্তু তারা এটাকে একটা অপরাধ হিসাবে গণ্য করেছে।''

ডিবি বা পুলিশ কর্মকর্তারা গয়েশ্বর চন্দ্র রায়কে মেরেছেন, ধরেছেন এবং তাকেই আবার ভাত খাওয়াচ্ছেন, তার ছবি তোলা হয়েছে এবং তা ইঃটারনেটে আপলোড করা হয়েছে - এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে ডিবির মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ বলেন, ''বাংলাদেশ পুলিশ যে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে মানবিক এটা তাই প্রমাণ করে।''

পাঠকের চিঠি

সমাজে বিয়ে করা কেন দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে

সমাজে ও পরিবারে ভারসাম্য টিকিয়ে রাখার অন্যতম উপাদান বিয়ে। বিয়ের বহুবিধ কল্যাণ থাকলেও আমরা ক্রমেই বিয়েকে করে তুলছি জটিল। বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের সমাজব্যবস্থায় একজন ছেলে চাকরি পাওয়ার আগে পরিবার তাঁর বিয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। কারণ, সেই মুহূর্তে ছেলের ক্যারিয়ার বা বিয়ের সামর্থ্য নেই। অপরদিকে একজন ছেলের শিক্ষাজীবন শেষ করে ক্যারিয়ার শুরু করতে তাঁর বয়স হয় ২৮ বা ২৯ বছর। ধরা যাক, ছেলেটি ৩০ বছর বয়সে তাঁর বৈবাহিক জীবন শুরু করলেন এবং ৩১ বা ৩২ বছর বয়সে সন্তানের বাবা হলেন। তাঁর প্রথম সন্তান যখন ১৮ বছরের, তিনি তখন মধ্য বয়সে। সন্তানের বয়স যখন ২৮, পিতা তখন ৬০ বছরের প্রবীণ। এ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে সন্তানের সঙ্গে পিতামাতার প্রজন্মগত ব্যবধান। বাবাসন্তানের এই প্রজন্মগত ব্যবধান আঘাত হানছে উভয়ের মধ্যে বোঝাপড়ায়, যা কখনোই কাম্য নয়। ৬৩ বছর বয়সে পিতা যখন অবসর গ্রহণ করেন, পুত্রের বয়স তখন ৩০। ফলস্বরূপ পরিবারের ছোট সন্তানদের দায়িত্ব পড়ছে বড় সন্তানদের ওপর। যার ফলে আবারও শুরু হয় সেই মানসিক চাপ আর আর্থিক সামর্থ্যের দুষ্ট চক্রের পুনরাবৃত্তি। মানুষের গড় আয়ু ৭৩ বছর। ফলে পরিবারের ছোট সন্তানেরা মাবাবার সান্নিধ্য পাচ্ছেন কম, ক্ষেত্রবিশেষে বঞ্চিতই হচ্ছেন। শিক্ষাজীবন থেকে ক্যারিয়ার শুরুর সময়টায় একজন ছেলে বা মেয়েকে নানা রকম দুশ্চিন্তা, অনিশ্চয়তা, হতাশার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে হয়। তারা এই হতাশা, অনিশ্চয়তা থেকে সাময়িক একটু প্রশান্তি, ভরসা বা নিশ্চয়তা পাওয়ার জন্য ঠুনকো প্রেমের সম্পর্কে জড়াচ্ছে। যা পরবর্তী জীবনে আরও বড় হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এই হতাশা থেকে মুক্তির জন্য অনেকেই বেছে নেয় আত্মহত্যার মতো ভয়ংকর পথ। অন্যদিকে যৌতুক যেন বিয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যৌতুক আদায়ের জন্য যুবসমাজের মধ্যে বিয়েবিমুখ বা দেরিতে বিয়ে করার প্রবণতা সৃষ্টি হচ্ছে। — **সমরেশ রায়, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। **নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী*** ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by **Rajat Kumar Gupta** and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : **Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee** * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) **RNI Registration : JHABEN 00015** email-rashtriyokhobor@gmail.com **www.rashtriyakhabar.com**

আজসু নেতা হরেলাল মাহাতো মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে বৈঠক করেছেন, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হল

জামশেদপুর ঃ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের আগ্রহে, আজসু নেতা হরেলাল মাহাতো কাপালীর তাজনগরে অবস্থিত মাদারসা আয়েশায় সভায় অংশ নেন। সভায় এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। জরাজীর্ণ রাস্তাঘাট, পানীয় জলের সংকট ইত্যাদি মৌলিক সমস্যা সমাধানে আলোচনা হয়। এই সময়, মুসলিম সমাজের আলোকিত মানুষ সমস্যা সমাধানে সহযোগিতার জন্য আজসু নেতা হরেলাল মাহাতোর কাছে আবেদন করেন।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আজসু নেতা হরেলাল মাহাতো বলেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে কপালীর জনগণ ১২ হাজার ভোট দিয়ে জোট সরকারকে বিজয়ী করেছিল। কপালির বাসিন্দারা আশাবাদী ছিল যে সমগ্র এলাকার দিক ও অবস্থার পরিবর্তন হবে, কিন্তু কোন পরিবর্তন হয়নি। হরেলাল মাহাতো বলেন, ৩০ বছর ধরে কাপালীর যে অবস্থা চলছে তা কারও কাছে গোপন নয়। জরাজীর্ণ রাস্তা, নোংরা ড্রেন, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন এবং পানীয় জলের সংকট এখানে সাধারণ। হরেলাল মাহাতো বলেন, কাপালিবাসী ১২ হাজার ভোটের বিনিময়ে জরাজীর্ণ রাস্তা ও নোংরা ড্রেনের সম্মান পাচ্ছেন। তিনি

বলেন, চার বছর আগে শুরু হওয়া সড়ক ও জলের ট্যাংকের কাজ এখনো অসম্পূর্ণ। যে প্রকল্পগুলো এক বছরের মধ্যে শেষ করা যেত সেগুলো শেষ হতে চার বছরের বেশি সময় লাগছে। এর মানে জনগণের ভোটে যারা নির্বাচিত তাদের দায়িত্ববোধ নেই। তারা উন্নয়নের মাপকাঠি জানে না। এই উপলক্ষ্যে হরেলাল মাহাতো মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন যে তারা ২০২৪ সালে পরিবর্তন আনতে অঙ্গীকার করুন, কপালি অঞ্চল অবশ্যই উন্নয়ন করবে। তিনি বলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের উচিত উন্নয়নের নামে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা এবং আবেগের বশবর্তী হয়ে কাউকে ভোট না দেওয়া। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কালু আনসারী, শেখ আমির, শেখ নিজাম, লিয়াকত আনসারী, ক্বারী ইব্রাহিম, মুক্তি অসীম আনসারী, আফজাল আনসারী, শেখ নাদিম, সুখিয়ান আনসারী, মাদ্রাজি আনসারী প্রমুখ।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্য সচিবের পাঁচ মহলের স্থায়ী কার্যালয় লোকসেবা ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে রাজ্যের জনতা ভবন অসম সচিবালয়ের সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা হবে

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ মুখ্যমন্ত্রীর ঠিকানার পরিবর্তন। এতদিন জনতা ভবন অসম সচিবালয়ের গৃহ বিভাগের কার্যালয়ের অংশ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় কাজ করছিল। কিন্তু এবার আই ব্লক হিসাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্য সচিবের পাঁচ মহলের নতুন স্থায়ী ভবন ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা হয়েছে। লোকসেবা ভবন নামে মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্য সচিবের এই নতুন কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে তার আগে তিনি হোম যজ্ঞ পূজা অর্চনা সম্পন্ন করেন। আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে রাজ্যের জনতা ভবন অসম সচিবালয়ের সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত অতি কম সময়ের মধ্যে জনতা ভবন অসম সচিবালয়ের বি ব্লকের পাশে নতুনভাবে পাঁচ মহলের একটি অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছে। এর জন্য সরকার ব্যয় করেছে দেড়শ কোটি টাকা। মূলত মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্য সচিবের স্থায়ী কার্যালয়ের জন্য এই ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত সচিবালয়ের এ ব্লকে স্থিত গৃহ বিভাগের কার্যালয়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের কাজ চলছিল। এর ফলে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্য সচিব। শুক্রবার সকাল ১১ টা ১০ নাগাদ নতুন লোকসেবা ভবনে উপস্থিত হয়ে ফিতা কেটে ভবনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুখ্য সচিব পবন বরঠাকুর ছাড়াও মন্ত্রী অতুল বরা, পীযূষ হাজারিকা, জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া, রণোজ পেগু, অজন্তা নেওগ, ইউ জি ব্রহ্ম, নন্দিতা গার্লসা, অশোক সিংহল প্রমুখ মন্ত্রীর পাশাপাশি শাসক পক্ষের বেশ কয়েকজন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া ডিজিপি জিপি সিংহ সহ পুলিশ এবং প্রশাসনের শীর্ষক কর্তারা এবং এবং বিভিন্ন বিভাগের ডাইরেক্টর তথা শীর্ষ আমলারা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। লোকসেবা ভবন নামের স্থায়ী কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর সনাতন ধর্মের রীতিনীতি অনুযায়ী হোম যজ্ঞ পূজা অর্চনা সম্পন্ন করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। উল্লেখ্য নতুন ভবনের পঞ্চম মহলে মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব চেম্বার এবং প্রেক্ষাগৃহের পাশাপাশি সভা কক্ষ রয়েছে। কার্যালয়ের উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি নিজের চেম্বারে উপস্থিত হয়ে বলেন ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী এই নতুন ভবনের ব্লকের সংখ্যা আই দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া অসম সচিবালয়ে আরো একটি নতুন ভবন তথা ব্লকের নির্মাণের কাজ অব্যাহত রয়েছে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে এই ভবনের নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হবে। বর্তমান নির্মাণ করাই ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি মুখ্য সচিবের কার্যালয় রয়েছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ধীরে ধীরে অসম সচিবালয়ের এক নতুন রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হবে। আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে এক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা যাবে। বর্তমান মন্ত্রী বিধায়কের পাশাপাশি সরকারি অফিসার এবং কর্মচারীরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। ফলে এই অসুবিধা গুলোর স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে সচিবালয়ের এক নতুন রূপ দেওয়া হবে। তাছাড়া ই অফিসের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে পুরানো ব্যবস্থা থেকে নতুন ব্যবস্থা আসার জন্য বেশ কিছু নতুন পদক্ষেপ নেওয়ার প্রযোজনীয়তা এসে পড়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা মুখ্য সচিবের স্থায়ী কার্যালয়ে এতদিন ছিল না। রাজ্যের গৃহ বিভাগের ভবন থেকে এতদিন মুখ্যমন্ত্রী নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে কেবিনেট বৈঠকের আযোজন তথা বাইরের অতিথি দের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না। ফলে প্রশাসনের দুজন শীর্ষ মুরুব্বীর জন্য নতুন এই ভবন বরাদ্দ হওয়ার পর থেকে কাজকর্মের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া যেহেতু সাধারণ জনতার উন্নয়নের কাজ এই কার্যালয় থেকে সম্পন্ন হবে এর জন্য এই কার্যালয়ের নাম লোকসেবা ভবন হিসাবে নামাঙ্কিত করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

শীঘ্রেই রাজ্যে ২৫ হাজারের অধিক সরকারি চাকরির বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

বর্তমান সময় পর্যন্ত ৮৮৭৮২ টি সরকারি পদে নিযুক্তি সম্পন্ন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের বেকার যুবকযুবতীদের জন্য সুখবর। অতি শীঘ্র রাজ্য সরকার প্রকাশ করতে চলেছে ২৫ হাজারের অধিক পদের চাকরির বিজ্ঞাপন। এই কথা ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এরমধ্যে তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্গের ৮ হাজারের অধিক পদ এবং ১০ হাজারের অধিক শিক্ষকশিক্ষিকার পদ রয়েছে। তাছাড়া ২০২১ সালের মে মাসের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মোট ৮৮৭৮২ টি সরকারি পদে নিযোগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান তিনি।

মূলত ২০২১ সালের মে মাসের পর থেকে চলতি বছরের ৭ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ৮৭৭২০ টি পদে নিযুক্তি দিয়েছে অসম সরকার। এই তথ্য জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এক্ষেত্রে সেচ বিভাগে এদিন ৬২ টি অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এর চাকরির নিযোগ পত্র বিতরণের পর এই সংখ্যা বর্তমান ৮৮৭৮২ টি তে পৌঁছে গেছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত শুক্রবার গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে নবনির্মিত মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাকক্ষে এপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে চাকরি পাওয়া সেচ বিভাগের ৬২ টি অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের হাতে নিযুক্তি পত্র তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সেচ বিভাগের অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সরকারি চাকরি পাওয়া প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এরই মধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে ৩ হাজার পদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। তবে অতি শীঘ্র তৃতীয় এবং চতুর্থ পদের পাশাপাশি শিক্ষকশিক্ষিকার জন্য মোট ২৫ হাজারের অধিক সরকারি চাকরির বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে। তিনি বলেন বর্তমান রাজ্যে নতুনভাবে জেলা উপজেলা গঠন করা হয়েছে। ফলে সেই হিসাবে সেচ বিভাগের খালি পদ পূরণ করার জন্য অবশেষে ৬২ পদে সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নিযোগ করা হয়েছে। বর্তমান বিভাগটিতে ২২৫ জন ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন। তাছাড়া বর্তমান সময় পর্যন্ত ২২টি ইঞ্জিনিয়ার এর পদ এই বিভাগে বর্তমান খালি পড়ে রয়েছে বলে তিনি জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন গত দুই বছরের রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইঞ্জিনিয়ারদের বিভিন্ন বিভাগে নিযোগ করা হয়েছে। তবে মেধার ভিত্তিতে এই নিযুক্তির প্রক্রিয়া রাজ্যে এক সবল ডেডিকেটেড ম্যানপাওয়ার সৃষ্টি করবে।

তিনি বলেন বিদ্যালয় কিংবা হাসপাতাল নির্মাণ না করলেও মানুষের জীবনের প্রতি হুমকি আসে না। কিন্তু প্রযোজনে বাঁধ নির্মাণ না করলে সেটা মানুষের জীবনে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। এমনকি বন্যা প্রতিরোধের স্বার্থে নির্মাণ করা বাঁধের জন্য মানুষের জীবনে পরিবর্তন আশা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন বহু এলাকা রয়েছে যেখানে বাঁধ নির্মাণ করা যায়নি। তাছাড়া রাজ্যের প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্রের চরিত্র ভিন্ন। সময় রাজ্যে জলের প্রযোজন হয় না তখন নদী উফরে জল এসে বন্যার সৃষ্টি করে। অথচ যখন কৃষকের জমিতে জলের প্রযোজন হয় ঠিক সেই সময়ই ব্রহ্মপুত্র নদীর জল শুকিয়ে যায়। ফলে ব্রহ্মপুত্র নদীর জলের উপর ভরসা করা যায় না। তবে বিভিন্ন জলাশয়ের মাধ্যমে যদি ব্রহ্মপুত্র নদীর জল রিজার্ভ করে রাখার ব্যবস্থা করা যেত সেটা বেশি উপকারে আসতে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এক্ষেত্রে নতুনভাবে চাকরি পাওয়া এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন তারা যেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন। নেক্সট জেনারেশন টেকনোলজির জন্য এই ইঞ্জিনিয়ারদের প্রযোজনীয়তা রয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারদের পরিচিতি পরিবর্তন করতে হবে কারণ তারা প্রযুক্তির সঙ্গে জড়িত বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

এর আগে সভায় নিজের বক্তব্যে সেচ বিভাগের মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন বন্যা এবং ভাঙ্গন অসমের মূল সমস্যা। মূলত রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে এই সমস্যায় সর্বাধিক প্রভাবিত করছে। তবে এই সমস্যার সঙ্গে লড়াই করার ক্ষেত্রে অতীতে সেচ বিভাগকে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেই সময় বিভাগটি শুধুমাত্র ৫০০ থেকে ৬০০ কোটি টাকা সরকার থেকে পেতে সক্ষম হতো। কিন্তু বর্তমান সময় পরিবর্তন হয়েছে। এখন ১৫০০ থেকে ১৭০০ কোটি টাকা সরকারের তরফে সেচ বিভাগকে দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন বর্তমান বন্যা এবং ভাঙ্গন সমস্যার বহু পরিমাণ সমাধান সম্ভব হয়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপে তিনি বলেন ধেমাজি জেলার বন্যার সমস্যা ৯০ শতাংশ সমাধান হয়েছে। তাছাড়া অতীতে বন্যার সময় বহু বাঁধ ভাঙ্গার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু গত বছরের বন্যায় মাত্র ২৫ টি বাঁধ ভেঙেছে। ফলে রাজ্যের বন্যার সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য নতুনভাবে নিযুক্তি পাওয়া এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা।

বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ১৩ টি দলের বৈঠকের পর এবার একসঙ্গে চা পান করার আছিলায় বিরোধী পক্ষের ভূপেন বরা সহ চারপাঁচজন নেতার গোপন বৈঠক

বিরোধী ঐক্যের নামে অনুষ্ঠিত বৈঠক নিয়ে শাসন পক্ষের তীব্র প্রতিক্রিয়া

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ অবশেষে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বহু প্রত্যাশিত বৈঠক বৃহস্পতিবার মহানগরের হোটেল লিলিতে দুপুর ২ টা থেকে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে কংগ্রেস সহ বিরোধী পক্ষের ১৩ টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছে। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই বৈঠকের একদিন পর একসঙ্গে চা পান করার আছিলায় বিরোধী পক্ষের ভূপেন বরা সহ চারপাঁচজন নেতার গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত যার ফলে বিষয়টি ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। তবে বিরোধী ঐক্যের নামে অনুষ্ঠিত একের পর এক বৈঠক নিয়ে শাসন পক্ষ তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। প্রসঙ্গত বিরোধী পক্ষের ১৩ টি রাজনৈতিক দলের মিলে বৃহস্পতিবার মহানগরের হোটেল লিলিতে বৈঠক অনুষ্ঠিত করার একদিন পর শুক্রবার সন্ধ্যায় মহানগরের হোটেল গেটওয়ে গ্র্যান্ডিওরে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের চারপাঁচজন নেতা একসঙ্গে মিলে চা পান করবেন বলে এক বৈঠক করেন। চা পান করার আছিলায় এই নেতারা গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছেন বলে বিভিন্ন পক্ষ সন্দেহ প্রকাশ করেছে। মূলত রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা, আম আদমি পার্টির অসম রাজ্য কমিটির সভাপতি ভবেন চৌধুরী, অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ সহ আরো এক দুজন নেতা এই চা পান বৈঠকে অংশ নিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে গোপন বৈঠকের অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছেন প্রতি জন বিরোধী পক্ষের নেতা। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেন গতকাল বৈঠকের হলুস্থুল এর মধ্যে চা পান করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। ফলে রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে তিনি শুধুমাত্র চা পান করতে এখানে এসেছেন বলে মন্তব্য করেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। সেসঙ্গে তিনি এটাও বলেন যে বর্তমান বিরোধী ঐক্য মঞ্চে মোট ১৫ টি দলের সমাগম ঘটেছে। শিবসেনা অসম প্রদেশ সহ অন্য একটি রাজনৈতিক দল এই শিবিরে যোগদান করেছে বলে জানান তিনি। আম আদমি পার্টির সভাপতি ভবেন চৌধুরী একই ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করে বলেন এদিন শুধুমাত্র একসাথে চা পান করার জন্য তারা কয়েকজন একত্রিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের রাজনীতি নেই বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। বিরোধী ঐক্য মঞ্চে ১৫ টি দলের সমাগম ঘটা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন বিজেপি ১১ টা থেকে ১২ টি আসন দখল করাটি নিশ্চিত। এরপর বিরোধী ঐক্য মঞ্চ যত খুশি বৈঠক করুক তাতে শাসক পক্ষের কিছু যায় আসে না। তাছাড়া বিরোধী পক্ষে ১৫ টি কেন ৫০ টি দলেরও সমাগম ঘটতে পারে। এভাবে জন সমর্থন ছাড়া স্বীকৃতি বিহীন রাজনৈতিক দল কিংবা ক্লাব একত্রিত হলে নির্বাচনে এর কোনো প্রভাব পড়বে না। কারণ বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা অধিকাংশ দলের কোন ধরনের রাজনৈতিক ভিত নেই। বুথ পর্যায়ের কমিটির সহ মহকুমা কিংবা জেলা জেলা পর্যায়ে কোন ধরনের কমিটি কিংবা জনসমর্থন নেই। ফলে এই ধরনের রাজনৈতিক দল একত্রিত হলে শাসক পক্ষের চিন্তা করার কোনো কারণ থাকতে পারে না বলে স্পষ্ট ভাষা জানিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। এক্ষেত্রে মন্ত্রী অশোক সিংহল, বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত সহ বেশ কয়েকজন নেতা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। এমনকি এক্ষেত্রে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন এআইইউডিএফ বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া সহ দলটির বেশ কয়েকজন বিধায়ক।

কংগ্রেস সহ বিরোধী ঐক্য মঞ্চ কিংবা এআইইউডিএফকে আড়াইটি আসন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ এর মধ্যে ভাই ভাইয়ের সম্পর্ক

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বহু প্রত্যাশিত বৈঠক এবং নিজেদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে নানা আলোচনা সংক্রান্তে এবার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন কংগ্রেস সহ বিরোধী ঐক্য মঞ্চ কিংবা এআইইউডিএফকে আড়াইটি আসন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তাছাড়া কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ এর মধ্যে ভাই ভাইয়ের সম্পর্ক রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। প্রসঙ্গত আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ১৩ টি রাজনৈতিক দল এক বহু প্রত্যাশিত বৈঠকে অংশগ্রহণ করে নিজেদের রণকৌশল নির্ধারণ করেছে। এর মাধ্যমে রাজ্যের বিরোধী ঐক্য মঞ্চের প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে একজন করে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বিরোধী ঐক্য মঞ্চের জন্য কমন মিনিমাম প্রোগ্রামের খসড়া প্রস্তুত করার জন্য অসম তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। একইভাবে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে চার্জশিটের খসড়া প্রস্তুত করার জন্য রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া এবং প্রাক্তন কংগ্রেস মন্ত্রী তথা বিধায়ক রকিবুল হোসেনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় বিরুদ্ধে ঐক্য মঞ্চের পরবর্তী বৈঠকে এই খসড়া দুটি দাখিল করতে বলা হয়েছে।

মহানগরের দিশপুর স্থিত জনতা ভবন অসম সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্য সচিবের স্থায়ী কার্যালয় ভবন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় বিরুদ্ধে ঐক্য মঞ্চ সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন অসমে সাড়ে এগারোটি আসন শাসক পক্ষের রয়েছে। বাকি থাকা আড়াইটি আসন যারা খুশি ভাগাভাগি করে নিতে পারে। এক্ষেত্রে তার বলার কিছু নেই। এই আড়াইটি আসন সংক্রান্ত বলার তার অধিকার নেই কারণ এটা বিরোধীদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে সাড়ে এগারোটি আসন দখল করার ক্ষেত্রে তিনি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত বলে উল্লেখ করেছেন। ফলে আড়াইটি আসন নিয়ে যা ঐক্য হয় অনৈক্য হয় সেটা তাদের বিষয়। শাসক পক্ষকে পরাজিত করার স্বার্থে বিরোধীপক্ষ বলিদান করতে প্রস্তুত রয়েছে সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের প্রতিক্রিয়া হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বলিদান তাদের করা উচিত। তাছাড়া কাউকে বলিদান করার ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যক্তিগত বলিদান তথা সময় থাকতে সাধারণ জনতার ক্ষেত্রে কতটা বলিদান করা হয়েছিল সেটাই মূল বিষয়। সেই সময়ে তারা কি করেছিল সেটা সাধারণ জনতা বিচার করবেন। তবে অসমের সাধারণ মানুষের বলিদান নয় বরং তাদের জন্য উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের প্রযোজনীয়তা রয়েছে। বলিদান একটি ব্যক্তিগত বিষয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন লোকসভা নির্বাচনে আড়াইটি আসন নিয়ে কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ এর মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে। একজন অপরজনের বিরুদ্ধে মন্তব্য করবে আবার কখনো একত্রিত হয়ে যাবে। কখনো আবার দল দুটি ঝগড়া করবে। ফলে এই দুই ভাইয়ের বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে কোনো লাভ নেই। এটা থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। কারণ বর্তমান দল দুটির মধ্যে মতানৈক্য চলছে কিন্তু ভবিষ্যতে দল দুটি একত্রিত হবে না সেটার গ্যারা-টি কে দেবে। এই লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল খারাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেসকে বলবে এআইইউডিএফ এর ২০২৬ সালে মিত্রতা করার জন্য বলে মন্তব্য করেন তিনি। অন্যদিকে সরকারি কর্মচারীদের দ্বিতীয় বিবাহে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এটা পুরনো নিয়ম। বর্তমান সার্ভিস রুল বুকে এই নিয়ম রয়েছে। সার্ভিস বুকে থাকা আইন অনুযায়ী সরকারি কর্মচারীরা দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারেন না। এমনকি তাদের ধর্ম যদি সেক্ষেত্রে অনুমতি দেয় সেটার পরেও তারা দ্বিতীয় বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে অনুমতি পাবেন না। তবে একান্ত প্রযোজন হলে দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রে সরকার থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে সরকার অনুমতি দিতেও পারে নাও দিতে পারে। অতীতে দেখা গেছে সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুর পর তার দুই স্ত্রী পেনশন এর জন্য লড়াই করছেন। এই সমস্যা সমাধান না করার ক্ষেত্রে সরকারকে হিমশিম খেতে হয়। একমাত্র এই সংক্রান্তে বিতর্ক থাকার জন্য আজও বহু বিধবা নিজেদের পেনশন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই আইন সার্ভিস রুল বুকে থাকলেও সেটা আগে প্রযোজ্য করা হয়নি। কিন্তু বর্তমান এই আইন প্রযোজ্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

পাকিস্তান দলে দোষী খুঁজতে মানা করলেন আর্থার

চেন্নাই ঃ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের টানা চতুর্থ হারের পর অধিনায়ক বাবর আজম ও টিম ম্যানেজমেন্টকে লক্ষ্য করে 'দোষী খুঁজতে' মানা করেছেন দলটির ক্রিকেট পরিচালক মিকি আর্থার। গতকাল চেন্নাইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে ১ উইকেটের হারে পাকিস্তানের সেমিফাইনালে ওঠার আশা বড় ধাক্কা খায়। ১৯৯২-এর চ্যাম্পিয়নরা প্রোটিয়াদের কাছে অঘটনের শিকার হওয়ার আগে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার পর র‍্যাঙ্কিংয়ে নিচের দিকে থাকা আফগানিস্তানের কাছে হেরেছিল।

অন্যতম ফেবারিট হিসেবে বিশ্বকাপ শুরু করলেও পয়েন্ট তালিকার ছয়ে থাকা পাকিস্তান এখন টুর্নামেন্ট থেকে আগেভাগে বিদায়ের শঙ্কায়। তবে এরপরও বাবর ও ম্যানেজমেন্টের পাশে দাঁড়াচ্ছেন আর্থার। সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, 'বাবর আজম, ইনজি (প্রধান নির্বাচক ইনজামামউলহক) অথবা আমাদের কোচদের কিংবা টিম ম্যানজেমন্টের মধ্যে দোষী খোঁজাটা সত্যিই অন্যায্য। আমি যেটা জানি, ছেলেরা চেষ্টা করেছে। কোচিং স্টাফ এবং খেলোয়াড়দের প্রচেষ্টা ছিল সর্বোচ্চ মানের। খেলোয়াড় এবং কোচিং স্টাফরা কী পরিমাণ চেষ্টা করেছে সেটা যদি তারা দেখত, তাহলে অবাক হতো।'

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২৭০ রান তুলেছিল পাকিস্তান, এরপর বোলাররা লড়াইয়ে ফেরালেও শেষ পর্যন্ত ১ উইকেটে হেরেছে। আর্থার বলেছেন, 'আফগানিস্তান ম্যাচের চেয়ে আজ (গতকাল) ড্রেসিংরুমের পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। আফগানিস্তান ম্যাচ ছিল...আমরা প্রতিটি বিভাগে গড়পড়তা খেলেছিলাম। কিন্তু আজ আমরা ব্যাটিংয়ে ভালো করেছি। আমি মনে করি বোলিংয়েও খুব ভালো করেছি। ওদের নিয়ে আমি সত্যিই গর্বিত। কারণ, তারা বেদনাদায়ক সমাপ্তির আগ পর্যন্ত লড়াই করেছে।'

নিজেকে দর্শকও মনে হয়েছিল কামিন্সের

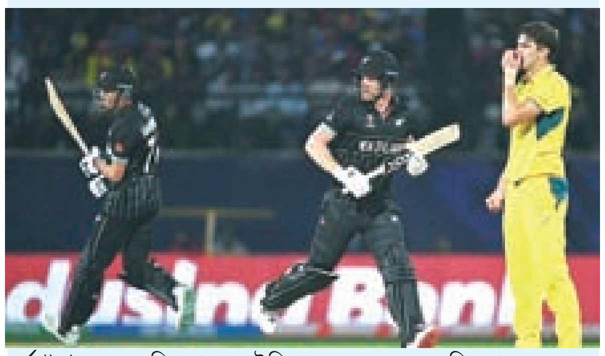

ধর্মশালা ঃ বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রানের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার ৫ রানের জয়কে 'অসাধারণ' বলে উল্লেখ করেছেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। আজ ধর্মশালায় প্রথমে ব্যাট করে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা তুলেছিল ৩৮৮ রান, যা প্রায় সফলভাবে তাড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। শেষ ওভারে ১৯ রান এবং শেষ ২ বলে ৭ রানের সমীকরণে জিমি নিশাম আউট হলে ৯ উইকেটে ৩৮৩ রানে থেমেছে নিউজিল্যান্ডের ইনিংস। ম্যাচ শেষে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক কামিন্স বলেছেন, 'অসাধারণ ম্যাচ ছিল। আমার তো কখনো কখনো নিজেকে মনে করাতে হয়েছে যে আমি মাঠে আছি। দর্শক নই। চমৎকার একটা ম্যাচ ছিল, যেভাবে ওরা আমাদের রানের দিকে ছুটছিল!' অস্ট্রেলিয়ার জয়ের ভিত তৈরি হয় ট্রাভিস হেড ও ডেভিড ওয়ার্নারের ১৭৫ রানের উদ্বোধনী জুটিতে। ৬৭ বলে ১০৯ রানে আউট হন হেড এবং ওয়ার্নারের ব্যাট থেকে আসে ৮১ রান। তাঁদের জুটি নিয়ে কামিন্স বলেছেন, 'ওপেনারদের ব্যাটিং আমার পছন্দ হয়েছে। বিশেষ করে ট্রাভিস, যে কিনা পাঁচ সপ্তাহ খেলার বাইরে ছিল। উইকেট ভালো ছিল। আমরাও সত্যিই ভালো বোলিং করেছি। কখনো কখনো একটু বেশিই বাইরে বল করেছি। (নিউজিল্যান্ডের) কিছু ভালো জুটি হয়েছে। যেটা নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন ছিল।' অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড দুই দলেরই এখন দুই হারের সঙ্গে চারটি জয়। যা তাদের সেমিফাইনালের পথে রেখেছে।

পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের জরিমানাও গুনতে হচ্ছে

চেন্নাই (ওয়েবডেস্ক) ঃ চেন্নাইয়ে গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচে মন্থর ওভার রেটের কারণে পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের ম্যাচ ফির ২০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। আইসিসি আজ বিষয়টি জানিয়েছে। পাকিস্তানের হারে আম্পায়ারের ভুল দেখছেন মঈনমিসবাহরা

পাকিস্তানের হারে আম্পায়ারের ভুল দেখছেন মঈনমিসবাহরা দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সে ম্যাচে ১ উইকেটে হেরেছে পাকিস্তান। রোমাঞ্চকর এ ম্যাচে ১৬ বল হাতে রেখে পাকিস্তানের ২৭০ রানের লক্ষ্য টপকে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। বিশ্বকাপে প্রথম ২ ম্যাচে জয়ের পর সেটি ছিল পাকিস্তানের টানা চতুর্থ হার। ৬ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ছয়ে পাকিস্তান। আইসিসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'বরাদ্দকৃত সময় বিবেচনায় লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৪ ওভার পিছিয়ে থাকায় আইসিসি ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসন পাকিস্তান দলকে এই জরিমানা করেন।' আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, লক্ষ্যমাত্রা থেকে প্রতিটি ওভার পিছিয়ে থাকার জন্য খেলোয়াড়দের ম্যাচ ফির ৫ শতাংশ অর্থ জরিমানা করা হয়। মঙ্গলবার কলকাতায় বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান।

৭৭১ রানের ম্যাচে ৫ রানে জিতল অস্ট্রেলিয়া

চেন্নাই ঃ শেষ ৬ বলে নিউজিল্যান্ডের দরকার ছিল ১৯ রান। বোলিংয়ে সময় বেশি নিয়ে ফেলার শাস্তি হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার বাউন্ডারির ফিল্ডার তখন মাত্র ৪ জন। মিচেল স্টার্কের ৫ ওয়াইড আর জিমি নিশামট্রেন্ট বোল্টদের তিনটি ডাবলসে সমীকরণটা নেমে আসে ২ বলে ৭ রানে।

কিন্তু পঞ্চম বলে স্টার্কের কোমরউচ্চতার ফুল টসে নিশাম না পেরেছেন বড় শট খেলতে, না পেরেছেন দুই রান নিতে। নিশামের রানআউটের পর শেষ বলে ছয়ের হিসাব মেলাতে পারেননি লকি ফার্গুসন। অস্ট্রেলিয়ার ৩৮৮ রান তাড়ায় কিউইদের ইনিংস থামে ৩৮৩ রানে। রুদ্ধশ্বাস সমাপ্তির ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে ৫ রানে হারিয়ে বিশ্বকাপে টানা চতুর্থ জয় তুলে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

ধর্মশালায় অস্ট্রেলিয়ানিউজিল্যান্ডের এই লড়াইয়ে দুই দল মিলে উঠেছে ৭৭১ রান, যা বিশ্বকাপ ইতিহাসে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ। ভেঙে গেছে এবারের আসরেই দিল্লিতে দক্ষিণ আফ্রিকাশ্রীলঙ্কা ম্যাচে ওঠা ৭৫৪ রানের রেকর্ড।

টানা দুই হারে টুর্নামেন্ট শুরু করা অস্ট্রেলিয়া টানা ৪ জয় তুলে সেমিফাইনালের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তুলেছে। ৬ ম্যাচ শেষে ৮ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার চারে অস্ট্রেলিয়া। সমান ম্যাচে সমান জয় তুলে নেওয়া নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহও ৮ পয়েন্ট। অস্ট্রেলিয়ার (০.৯৭০) চেয়ে রান রেটে এগিয়ে পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় নিউজিল্যান্ড (১.২৩২)।

৪০০-এর কাছাকাছি রান তাড়া করতে নেমে ৫.১ ওভারেই ৫০ তুলে ফেলেন দুই কিউই ওপেনার ডেভন কনওয়ে ও উইল ইয়ং। তবে জশ হ্যাজলউড পরপর দুই ওভারে দুজনকেই তুলে নিলে নিউজিল্যান্ডের রানের গতি কিছুটা মন্থর হয়ে পড়ে।

নিউজিল্যান্ডকে জয়ের পথে রেখেছিল রাচিন রবীন্দ্রর ইনিংস। তিনে নামা এই বাঁহাতি প্রথমে ড্যারিল মিচেল, এরপর অধিনায়ক টম ল্যাথামকে নিয়ে দুটি পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের জুটি গড়েন। একপ্রান্তে সতীর্থদের আসাযাওয়া দেখলেও রবীন্দ্র টিকেছিলেন ৪১তম ওভার পর্যন্ত। উদ্বোধনী ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১২৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলা এই বাঁহাতি এই ম্যাচেও শতক তুলে নেন, থেমেছেন ১১৬ রানে। প্যাট কামিন্সকে তুলে মারতে গিয়ে বাউন্ডারিতে মারনাস লাবুশেনের ক্যাচ হওয়ার আগে ৮৯ বলের ইনিংসটিতে মেরেছেন ৯টি চার ও ৫টি ছয়।

রবীন্দ্র আউট হওয়ার পর নিউজিল্যান্ডকে শেষের রোমাঞ্চে নিয়ে যান নিশাম। রান আউট হওয়ার আগে ৩টি করে চার ও ছয়ে ৩৯ বলে ৫৮ রান করে যান এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান।

এর আগে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসেও ছিল বাউন্ডারি আর রানের ছড়াছড়ি। হাতের চোট সেরে ৪৩ দিন পর ক্রিকেটে ফেরা ট্রাভিস হেড ২৫ বলেই তুলে ফেলেন অর্ধশতক, ৫৯ বলে শতক। আরেক প্রান্তে ডেভিড ওয়ার্নার খেলেন ৬৫ বলে ৮১ রানের ইনিংস। দুই বাঁহাতির ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে প্রথম ১০ ওভারে ১১৮ এবং জুটিতে ১৯.১ ওভারে ১৭৫ রান পেয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া।

নিউজিল্যান্ড ওয়ার্নারহেডের 'ঝড় থেকে মুক্তি' পায় গ্লেন ফিলিপসের স্পিনে। খণ্ডকালীন এই অফ স্পিনার ম্যাচের ২০ থেকে ৩০তম ওভারের মধ্যে দুই ওপেনারের পাশাপাশি স্টিভেন স্মিথের উইকেটও তুলে নেন। ১০ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৩ উইকেট নেওয়ার পথে ফিলিপসের খরচ ৩৭ রান, ওভারপ্রতি ৩.৭। নিউজিল্যান্ডের বাকি বোলাররা ৪০ ওভার বলে করে দেন ৩৫০ রান, ওভারপ্রতি ৯.৯ রান।

ওয়ার্নারের ৮১ আর হেডের ৬৭ বলে ১০৯ রানের ইনিংস বাদে অস্ট্রেলিয়ার আর কেউ ৫০-এ পৌঁছাতে পারেননি। তৃতীয় সর্বোচ্চ ৩৮ রান জশ ইংলিসের। একসময় অস্ট্রেলিয়ার রান ৪০০ পার হবে মনে হলেও শেষ আট বলের মধ্যে মাত্র ১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া থেমে যায় ৩৮৮ রানে।

যদিও এই রানটাই শেষ পর্যন্ত জয় এনে দিয়েছে তাদের। ম্যাচসেরা হন প্রায় দেড় মাস পর মাঠে ফেরা হেড।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া ঃ ৪৯.২ ওভারে ৩৮৮ (হেড ১০৯, ওয়ার্নার ৮১, ইংলিস ৩৮, কামিন্স ৩৭, মার্শ ৩৬ ফিলিপস ৩৩৭, বোল্ট ৩৭৭)।

নিউজিল্যান্ড ঃ ৫০ ওভারে ৩৮৩৯ (রবীন্দ্র ১১৬, নিশাম ৫৮, মিচেল ৫৪, ইয়ং ৩২ জাম্পা ৩৭৪, কামিন্স ২৬৬, হ্যাজলউড ২৭০)।

ফল ঃ অস্ট্রেলিয়া ৫ রানে জয়ী।

ম্যাচসেরা ঃ ট্রাভিস হেড।

চীনা প্রেসিডেন্টের কাছে উপেক্ষিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াংএর মৃত্যু

বেইজিং (ওয়েবডেস্ক)ঃ চীনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৬৮ বছর। দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত গণমাধ্যম জানিয়েছে তাকে বাঁচানোর সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শুক্রবার মধ্যরাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। লি কেকিয়াংকে এক সময় চীনের ভবিষ্যৎ নেতা মনে করা হতো। যদিও তাকে অতিক্রম করে সেই জায়গাটি নিয়ে নিয়েছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।

একজন প্রশিক্ষিত অর্থনীতিবিদ এবং চীনের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদে আসীন ছিলেন তিনি। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

চীনের বর্তমান প্রশাসনের শীর্ষ পদের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি মি. শি'র অনুগতদের দলে ছিলেন না। লি'র মৃত্যুর মানে হলো চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সিনিয়র নেতৃত্বের মধ্যে মধ্যপন্থী কণ্ঠের জন্য একটি ক্ষতি, যা অন্য কেউ নিতে সক্ষম নন বলেই মনে হয়, চীনা থিংক ট্যাঙ্কের একজন স্কলার ইয়ান চং বলছিলেন বিবিসিকে। এর সম্ভবত একটি অর্থ হলো মি. শি'র (প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং) ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের চর্চায় আরও কম নাগাল টানা।

লি কেকিয়াংকে চলতি বছরেই প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সাংহাইতে হঠাৎ করেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি এবং শুক্রবার রাতের প্রথম প্রহরে মারা যান।

তার মৃত্যুতে চীনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক শোক প্রকাশ করছে লোকজন। অনেকেই গভীর দুঃখ প্রকাশ করছেন। যদিও অনেকের পোস্টের কমেন্ট সীমাবদ্ধ দেখা যাচ্ছে।

এটা খুবই হঠাৎ, তিনি ছিলেন খুবই তরুণ, একজন লিখেছেন চীনা সামাজিক মাধ্যমে ওয়েবুতে। আরেকজন লিখেছেন তার মৃত্যু 'আমাদের কাছে ঘরের খুঁটি হারানোর মতো'।

তবে রাষ্ট্রায়ত্ত গণমাধ্যমে তার মৃত্যু নিয়ে খুব একটা কথাবার্তা দেখা যাচ্ছে না। সরকারিভাবে কোন শোকবার্তা এখনো আসেনি।

এমনকি তার ক্যারিয়ার সম্পর্কে পার্টির মূল্যায়নও তুলে ধরা হয়নি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সিনহুয়ার প্রাথমিক বিবৃতিতে।

অতীতে অনেক চীনা নেতার মৃত্যুকে ঘিরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখা গেছে। গত বছর জিয়াং জেমিনের মৃত্যুর পর ব্যাপক শোক প্রকাশকে প্রেসিডেন্ট শি'র সমালোচনা হিসেবেই দেখা হয়েছে।

লি কেকিয়াং তার প্রজন্মের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অন্যতম স্মার্ট নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মাও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর যখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলে যেতে শুরু করে তখন তিনি মর্যাদাপূর্ণ পেকিং ইউনিভার্সিটি ল স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তবে চীনের বাইরে তার সেরা পরিচিতি ছিলেন 'লি কেকিয়াং ইনডেক্স' এর জন্য। দ্যা ইকোনমিস্ট এই টার্মটি চালু করেছিলো অনানুষ্ঠানিকভাবে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বোঝানোর জন্য।

একটি বিনয়ী পরিবার থেকে এসেছিলেন লি এবং তার বাবা ছিলেন একজন স্থানীয় কর্মকর্তা। চীনের পূর্বাঞ্চলীয় আনহুই প্রদেশের দিনজুয়ান এলাকায় ১৯৫৫ সালের জুলাইতে জন্ম হয়েছিল তার।

চীনে সবচেয়ে কম বয়সে প্রাদেশিক গভর্নর হয়েছিলেন তিনি। পরে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পলিটব্যুরো স্ট্যান্ডিং কমিটিতে জায়গা করে নেন।

এক পর্যায়ে অনেকের মধ্যে ধারণা তৈরি হয়েছিলো যে তাকে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর পূর্বসূরি হু জিনতাওয়ের উত্তরসূরি হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে।

তাকে মি. হু'র অনুসারী হিসেবেই মনে করতো অনেকে এবং তিনিই ছিলেন মি. হু'র প্রশাসনে থাকা শেষ ব্যক্তি যিনি পলিটব্যুরোতে ছিলেন চলতি বছরের মার্চে পদত্যাগের আগ পর্যন্ত।

হু'র সময়কালকে মনে করা হতো বহির্বিশ্বের জন্য দরজা খুলে দেয়া এবং নতুন ধারণার প্রতি সহনশীলতা বৃদ্ধির সময় হিসেবে।

অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে প্রায়োগিক ভাবনা, সম্পদের ব্যবধান কমিয়ে আনা এবং সাশ্রয়ী আবাসনের জন্য লি কেকিয়াং ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেছিলেন।

তিনি ছিলেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে খোলা মনের মানুষ যিনি সত্যিই চীনকে এগিয়ে নিয়েছিলেন এবং সমাজের সব স্তরের মধ্যেই উন্মুক্ত আলোচনার সুযোগ তৈরি করেছিলেন, বিবিসি নিউজডে প্রোগ্রামকে বলছিলেন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুরের প্রফেসর বার্ট হফম্যান।

ড. চং বলছেন লি'কে মানুষ মনে রাখতে তার উন্মুক্ত অর্থনৈতিক নীতি ও সংস্কারের জন্য। আদর্শিক বা অনুগত হওয়ার চেয়েও তিনি ছিলেন কৌশলগত দিক থেকে দক্ষ।

তিনি উদ্যোক্তা ও প্রযুক্তির উদ্ভাবনকে তার নীতিতে উৎসাহিত করেছিলেন, বিশেষত তরুণদের মধ্যে।

মূলত 'প্রকৌশলী'দের নিয়ন্ত্রণে থাকা দলের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন অর্থনীতিবিদ এবং 'যেটা যেমন সেটাতে তেমন' বলার জন্যই তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেছিলেন। সমাধান খুঁজতে গিয়ে তিনি প্রকাশ্যেই চীনা অর্থনীতির সমস্যাগুলো স্বীকার করেছেন।

ঋণ কমিয়ে আনা এবং কাঠামোগত সংস্কারে তার অর্থনৈতিক নীতি 'লিকোনমিকস' এর লক্ষ্য ছিলো ঋণভিত্তিক প্রবৃদ্ধির ওপর থেকে নির্ভরতা কমিয়ে আনা এবং একটি টেকসই ও স্থিতিশীল অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়া।

তবে ২০১৬ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র পিপলস ডেইলিতে প্রকাশিত এক আর্টিক্যালে 'লিকোনমিকস' বাদ দেয়া হয় এবং শি জিনপিং এর চিন্তাভাবনা তুলে আনা হয়।

হফম্যান বলছেন প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় তিনি বায়ু দূষণের বিরুদ্ধে বড় ক্যাম্পেইনে অংশ নিয়েছেন এবং ২০১৪ সালে দূষণের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ ঘোষণা' করেছিলেন। ওই সময় সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে স্বীকার করা হয় যে এটি দেশের একটি সংকট, যা স্বাস্থ্য ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত।

কোভিড সংকটের সময়ে তিনি অর্থনীতির ওপর চাপ পড়ার বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন এবং কর্মকর্তাদের অতিমাত্রায় বিধিনিষেধ আরোপের বিষয়ে সুচিন্তিত হতে বলেছিলেন। এমনকি তিনি চীন করোনা সম্পর্কিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের আগেই মাস্ক ছাড়া প্রকাশ্যে এসেছিলেন।

কিন্তু কর্মকর্তাদের আসলে মি. লি'র অর্থনীতি সুরক্ষার আদেশ এবং মি. শি'র জিরো কোভিড নীতির আওতায় বিধিনিষেধ দ্বিগুণ করা - এই দুটোর মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয়েছিলো।

জিরো কোভিড নীতি ইকোনমিক হাব হিসেবে পরিচিত সাংহাই থেকে শুরু করে গ্রামীণ শহরগুলো পর্যন্ত চীনের অর্থনীতিকে দারুণভাবে আঘাত করেন, সরবরাহ চেইনকে গলাটিপে ধরে এবং ব্যবসাকে চাপে ফেলে দেয়।

টুকরো খবর

চোপড়ার যুবকে সিকিমের বন্যায় ধ্বংস হয়ে গেছে, গ্যারেজ ভেসে যাওয়ায় ১২ জন গ্রাহকের গাড়ি ভেসে গেছে

উত্তর দিনাজপুর ঃ সিকিমের সিংটমে হরপা বানে সব স্বপ্ন শেষ চোপড়ার কিছু যুবকের। ভিডিও বার্তার মাধ্যমে রাজ্য সরকার ও চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানের কাছে সাহায্যের আবেদন। জানা গিয়েছে চোপড়া থানার পশ্চিম কালিকাপুর এলাকার বেশ কয়েকজন শ্রমিক সিকিমের সিংটমে নিজেদের একটি গ্যারেজ ছিল। সেই গ্যারেজে প্রায় ১২ টি গাড়ি ছিল। সোমবার গভীর রাতে হঠাৎ বান আসে। সেই বানে কোনো রকম প্রাণে বাঁচলেও তাদের সমস্ত কিছু শেষ হয়ে যায়। জলের স্রোতে ভেসে যায় তাদের গ্যারেজে থাকা গাড়ি গুলো। গোটা গ্যারেজে ২০ ফিট উপর পযন্ত ঢাকা পড়ে গিয়েছে। এখন কি করবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না তারা। এখন তাঁরা রাজ্য সরকার ও চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানের কাছে সাহায্যের আবেদন করছেন।

কমিশন বৃদ্ধির দাবিতে অল ইন্ডিয়া স্মল সেভিংস এজেন্টদের কোচবিহার প্রধান পোস্ট অফিসে প্রতিবাদ বিক্ষোভ

কোচবিহার ঃ সারা ভারত স্বল্প সঞ্চয় এজেন্টদের কোচবিহার জেলা কমিটির কর্ম বিরতি তথা অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হলো কোচবিহার প্রধান ডাক ঘরের গেটে। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে বারোটা থেকে শুরু হওয়া এই কর্মবিরতি ও অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কোচবিহার জেলা নেতৃত্বরা সহ সংগঠনের সদস্যরা । সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, এই স্বল্প সঞ্চয় এজেন্টদের আগে এক টাকা কমিশন থাকলে বর্তমানে তা ৫০ পয়সা । দ্রুত এই কমিশন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার না ভাবলে ২০২৪ নির্বাচন নিয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন তারা বলে হুমকি দেন সংগঠনের পক্ষ থেকে।

মালদায় টানা বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রান্নাঘর, বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচল শিশুরা

মালদা ঃ টানা বৃষ্টি জেরে আচমকায় ভেঙে পড়লো ইংরেজবাজার ব্লকের সেকেন্দারপুর এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রান্নাঘর। বৃহস্পতিবার সকালে যখন ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পড়ুয়ারা অন্য ঘরে ক্লাস করছিলেন, সেই সময় সেখানকার একটি পাকা দেওয়াল যুক্ত টিনের ছাউনি দেওয়া রান্নাঘর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। যদিও এতে কোনরকম হতাহতের ঘটনা ঘটে নি। তবে মুহূর্তের মধ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রান্নাঘর ভেঙে যাওয়ায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জেলা ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম অফিসার অজিত কুমার বড়ুয়া জানিয়েছেন , সেকেন্দারপুর গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রান্নাঘরটি ভেঙে পড়েছে। সেখানে এই রান্নাঘরের পাশে একটি পুকুর ছিল। লাগাতার বৃষ্টির জেরে পুকুরের পাড় কাটতে শুরু করেছে। ফলে পাড়ের কিছুটা অংশে ধস নেমে যায়। এতেই ওই রান্নাঘরটি ভেঙে পড়েছে। তবে অঙ্গনওয়াড়ি ওই কেন্দ্রে নতুন করে রান্নাঘর তৈরির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

রাজ্যপালকে কালো পতাকা দেখিয়ে 'গো ব্যাক' শ্লোগান তৃণমূলের

শিলিগুড়ি ঃ রাজ্যপালকে কালো পতাকা দেখানোকে কেন্দ্র করে সাময়িক উত্তেজনা।বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউজের সামনে রাজ্যপালকে কালো পতাকা দেখায় তৃণমূল কংগ্রেসের ১ নম্বর টাউন কমিটি।ঘটনা ঘিরে সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।১০০ দিন ও আবাস যোজনার বকেয়া টাকার দাবিতে এদিন রাজ্যপালকে কালো পতাকা দেখায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। রাজ্যপাল গেস্ট হাউজে ঢুকে গেলে 'গো ব্যাক রাজ্যপাল' শ্লোগান দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা গেট পেরিয়ে গেস্ট হাউজে ঢুকতে যায়। রাস্তায় বসেও বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তারা।যদিও তাদের আটকে দেয় পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পরে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।প্রসঙ্গত, সিকিমে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে বন্যা পরিস্থিতি উত্তরবঙ্গে।আজ সকালে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে আসেন রাজ্যপাল।পরিদর্শন শেষে শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউজে যান রাজ্যপাল।সেখানেই তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল নেতাকর্মীরা।

হাওড়া সিটি পুলিশ আয়োজিত ২০২৩ শারদোৎসবের পুজো গাইড ম্যাপ প্রকাশ হলো

হাওড়া ঃ হাওড়া সিটি পুলিশ আয়োজিত ২০২৩ শারদোৎসবের পুজো গাইড ম্যাপ প্রকাশ হলো। বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়ার শরৎ সদনে এদিন সিটি পুলিশের উদ্যোগে একটি সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। ওই সভা থেকেই এদিন পূজা গাইড ম্যাপ প্রকাশিত হয়। রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়, জেলাশাসক দীপাপ প্রিয়া পি, বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, কল্যাণ ঘোষ, হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডা সুজয় চক্রবর্তী, পুর কমিশনার ধবল জৈন, হাওড়া সিটি পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, বেলুড় মঠের মহারাজ স্বামী মুক্তেশানন্দজি মহারাজ সহ পুলিশের আধিকারিকরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। হাজির ছিলেন দমকল, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, সিইএসসি, পিডব্লুডি, ডব্লুউবিএসইডিসিএল এর আধিকারিকরা সহ বিভিন্ন পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা। এদিন সিটি পুলিশের ডিসি হেড কোয়ার্টার অলকানন্দা ভাওয়াল জানান, হাওড়া সিটি পুলিশ এলাকায় এবার সরকার অনুমোদিত ১,৩৫০টি পুজো হচ্ছে। তৃতীয়া থেকেই দর্শনার্থীরা পুজোমন্ডপ পরিদর্শনে আসবেন। সেইমতো পুজো মন্ডপের সামনে পুলিশি নিরাপত্তা থাকবে। ২৪ অক্টোবর দশমী থেকে ২৬ অক্টোবর দ্বাদশী পর্যন্ত এই তিনদিন গঙ্গায় প্রতিমা নিরঞ্জন করতে হবে। শহরের বড়ো পুজো মন্ডপগুলোর সামনে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকছে। এছাড়াও পুজোর অনলাইন অনুমতি নেওয়া শুরু হয়েছে। এবারও গেট হবে এল আকৃতির। এবারও পর্যাপ্ত সিসিটিভি লাগানো হবে। বিসর্জনের সময় ঘাটে থাকবে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা। প্যান্ডেলে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা রাখতে হবে।

উৎসবের মরশুমে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রনে রাখতে এবার তৎপর গারুলিয়া পৌর সভা

কলকাতা ঃ আসন্ন বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পুজো।কিন্তু এর মাঝেই বর্ষার জন্য রাজ্যে ডেঙ্গি ভ্রুকুটি। রাজ্য সরকার কড়া নজরদারি রাখতে চাইছে ডেঙ্গি পরিস্থিতি ওপর।যাতে উৎসবের মধ্যেই ডেঙ্গি বাড়তে না পারে। উৎসবের মরশুমে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রনে রাখতে এবার তৎপর গারুলিয়া পৌর সভা।তাই ডেঙ্গি নিয়ে সচেতন করতে পৌর কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে গারুলিয়া পৌর এলাকার দুর্গা পুজো কমিটি গুলিকে নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো পৌর সভায় । এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গারুলিয়া পৌর সভার পৌর প্রধান রমেন দাস, উপ পৌর প্রধান অশোক সিং সহ পৌর সভার পৌর পারিষদ সদস্যরা ও কাউন্সিলররা।এদিন পুজো কমিটি গুলিকে ডেঙ্গি সম্পর্কিত লিফলেটের মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়।এদিন পুজো কমিটি গুলির জন্য বেশ কিছু গাইড লাইন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় যাতে পুজো গুলির জন্য কোন ভাবেই ডেঙ্গি না বাড়তে পারে।

প্রচুর পরিমান অবৈধ মদের বোতল সহ আটক এক যুবক

রূপনারায়ণপুর ঃ প্রচুর পরিমান অবৈধ মদের বোতল সহ আটক এক যুবক!!খবর সালানপুর থানার অন্তর্গত আল্লাডি ডোমদহো এলাকায় এক বাড়িতে রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির পুলিশ গোপনসূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করে প্রায় প্রচুরপরিমান দেশি ও বিদেশী মোদের বোতল!!পুলিশ গ্রেফতার করে চন্দনদাস (২৫) নামে এক যুবক কে!!যানাযায় অভিযুক্ত ঐ যুবকের বাড়ি ঝাড়খন্ডের মেহিজাম এলাকায়!!যুবক ঐ বাড়ি ভাড়া করে অবৈধমদের কারবারের ব্যবসা চালাতো বলে খবর !!তবে খবর সূত্রে যানা গেছে ঐ বাড়ির মালিক ও ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা পুলিশ তারও খোঁজ শুরু করেছে!!তবে খবর সূত্রে যানা যায় ঐ ভাড়া বাড়ি থেকে অভিযুক্ত যুবক মদ জমায়েত করে ভিনরাজ্যে পাচার করতো!!তবে অভিযুক্ত যুবক কে পুলিশ জিজ্ঞেসা বাদ শুরুকরেছে!!গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির পুলিশ!!অভিযুক্ত চন্দনদাস কে বৃহস্পতিবার সকালে আসানসোলে আদালতে তোলা হয়!!ঘটনার তদন্তে পুলিশ!

অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জেরে বাড়ির ছাদ সহ বাড়ি ধসে মৃত্যু হল ৪টি গরুর

নদিয়া ঃ অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জেরে বাড়ির ছাদ সহ বাড়ি ধসে মৃত্যু হল ৪টি গৃহপালিত গরুর। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন বাড়ির ১ সদস্য। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কৃষ্ণগঞ্জে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কয়েকদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি নদিয়া জেলার একাধিক এলাকা বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত চলছে। মূলত তারই জেরে বৃহস্পতিবার ভরে কৃষ্ণগঞ্জ এলাকায় একটি বাড়ির ছাদ সহ ধোসে যায়। ধ্বংসপ্রায় বাড়িটির নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয় ৪টি গবাদি পশুর। পাশাপাশি গুরুতর জখম হন মধুসূদন ঘোষ(৫৬) নামের বাড়ির ১ সদস্য। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় জেসিপির সাহায্যে উদ্ধার কার্য শুরু হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় মধুসূদন ঘোষ কে উদ্ধার করে স্থানীয় কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে ডাক্তাররা তাঁকে স্থানান্তরিত করেন কৃষ্ণনগর শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে কয়েকদিন ধরে লাগানোর বৃষ্টিপাতের কারণে এই দুর্ঘটনা বলে ঘটনার স্থলে উপস্থিত হয়ে জানান স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কাকলি দাস। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কিছুটা সমস্যা হলেও জোর কদমে উদ্ধার কার্য চলছে বলে জানা গিয়েছে প্রশাসন সূত্রে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
রবিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
29:10:2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

কর্ণফুলী টানেল নিয়ে পাঁচটি তথ্য

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বাংলাদেশের প্রথম বহুলেন সড়ক টানেল উদ্বোধন করা হয়েছে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে অক্টোবর শনিবার টানেলটি উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ সরকার এটির নামকরণ করেছে বঙ্গবন্ধু টানেল। দক্ষিণ এশিয়ায় নদীর তলদেশ দিয়ে যানবাহন চলাচলকারী প্রথম টানেল এটি। সরকারের মেগাপ্রকল্পগুলোর মধ্যে এটি একটি, যেটা নির্বাচনের আগে উদ্বোধন করা হলো। এক নজরে কয়েকটি তথ্য- মোট দৈর্ঘ্য ৯.৩৯ কিমি-- মূল টানেলের দৈর্ঘ্য ৩.৩১৫ কিমি- এপ্রোচ সড়কের দৈর্ঘ্য ৫.৩৫ কিমি- টানেলের ধরন দুই লেনের ডুয়েল টানেল-- প্রবেশপথ চট্টগ্রাম বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দরের কাছে, কর্ণফুলী নদীর ভাটির দিকে নেভি কলেজের কাছে-- বহির্গমন আনোয়ারা প্রান্তে সার

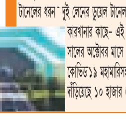

কারখানার কাছে- এই বিবরণ সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্য এবং সেতু বিভাগের ওয়েবসাইটের বর্ণনায় তুলে ধরা হয়েছে। খরচ কত? ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়, আর নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ২০২০ সালের নভেম্বরে উদ্বোধনের কথা থাকলেও কোভিড১৯ মহামারিসহ কয়েক দফায় পেছায় প্রকল্প শেষের সময়। সাথে বাড়ে ব্যয়ও। প্রাথমিকভাবে যেটা সাড়ে ৮ হাজার কোটির কিছুটা কম ছিল সেটা বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৬৮৯ কোটি ৭১ লক্ষ টাকায়। এর মাঝে বাংলাদেশ ব্যয় করছে ৪ হাজার ৬১৯ কোটি ৭০ লাখ এবং চীনের ঋণ ৬ হাজার ৭০ কোটি টাকা।

২০ ঘণ্টা জেরার পর রেশন দুর্নীতির অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী গ্রেফতার

রূপসা সেনগুপ্ত

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে শুক্রবার ভোররাতে গ্রেফতার করেছে দেশটির কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের তদন্ত সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। গ্রেফতারের পর আদালতে হাজির করানো হলে আগামী ৬ই নভেম্বর পর্যন্ত ইডি'র হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মিঃ মল্লিক যখন রাজ্যের খাদ্য মন্ত্রী ছিলেন, তখন রেশন ব্যবস্থায় বড়সড় দুর্নীতিতে জড়িত ছিলেন তিনি, এমনটাই অভিযোগ।

তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও মমতা ব্যানার্জীর ঘনিষ্ঠদের মধ্যে অন্যতম মি. মল্লিক বর্তমানে বন মন্ত্রী।

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তার করার আগে তার ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত এক ব্যবসায়ীকেও ওই একই দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

প্রায় ২০ ঘণ্টা জেরা

বৃহস্পতিবার প্রথমে তাঁর সল্টলেকের বাসভবন, অন্যান্য বাসস্থান, তাঁর ঘনিষ্ঠদের বাড়ি সহ একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি।

টানা প্রায় ২০ ঘণ্টা জেরার পর শুক্রবার ভোরবেলা তাঁকে গ্রেফতার করে ইডি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন তৃণমূল নেতা মি. মল্লিক। তিনি এও অভিযোগ করেন, যে তিনি 'ষড়যন্ত্রের শিকার'।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইডি এবং কেন্দ্র সরকারের তীব্র সমালোচনা করে সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

বর্তমানে তিনি রাজ্যের বন মন্ত্রী, তবে ২০১১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত তিনিই ছিলেন খাদ্য মন্ত্রী। এর আগে বর্তমান খাদ্য মন্ত্রী রথীন ঘোষের বাড়িতেও দীর্ঘ সময় তল্লাশি চালিয়েছেন ইডি কর্মকর্তারা।

মমতার ঘনিষ্ঠবৃত্তের সদস্য

ইডির হাতে ধৃত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া উত্তর ২৪ পরগণা জেলার প্রবল প্রতাপশালী তৃণমূল কংগ্রেস নেতা।

দলটির জন্মলগ্ন থেকেই মি. মল্লিক নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে ছিলেন। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দল তৃণমূল কংগ্রেস গড়ার যে আবেদন ভারতের নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল, সেই চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম ছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

তার ডাকনাম বালু, আর সেই

নামেই তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বা দলের সদস্যদের কাছে বেশি পরিচিত।

তৃণমূল কংগ্রেস ২০১১ সালে প্রথমবার ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসার পরে খাদ্য মন্ত্রী হয়েছিলেন মি. মল্লিক। দুই দফায় খাদ্য মন্ত্রী থাকার পরে সর্বশেষ ভোটে, ২০২১ সালে তিনি দায়িত্ব পান বন দপ্তরের।

ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই মমতা ব্যানার্জীকে ঘিরে যে ঘনিষ্ঠতম রাজনৈতিক সহকর্মীরা ছিলেন, তাদেরই অন্যতম জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, ওরফে বালু। তাকে মিজ ব্যানার্জীর একনিষ্ঠ রাজনৈতিক যোদ্ধাও বলেন কেউ কেউ।

মন্ত্রী হওয়ার পরে বেশ কয়েকবার বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন মি. মল্লিক। যেমন, ২০১২ সালে তিনি বলেছিলেন যে সিপিএমের কোনও সদস্য পরিবারের সঙ্গে তাদের দলের কেউ যাতে কোনও রকম সম্পর্ক না রাখে, এমনটি বৈবাহিক সম্পর্ক থেকেও বেরিয়ে আসেন।

পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ ভোট ব্যাঙ্ক মতুয়া ধর্মাবলম্বীদের তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে টেনে আনার কাজটা প্রায় একা হাতে সামলিয়েছিলেন মি. মল্লিক।

এর আগে, বামফ্রন্ট জমানায় ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা হরিপদ বিশ্বাস মতুয়াদের ভোট বামফ্রন্টের দিকে নিয়ে আসার মূল সাঁকো ছিলেন, কিন্তু মি. মল্লিক সেই ভোট ব্যাঙ্কে ভাঙ্গন ধরিয়ে মতুয়াদের সমর্থন তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে নিয়ে আসেন।

আবার কলকাতা থেকে যশোরের সংযোগকারী ঐতিহাসিক রাস্তা যশোর রোড সম্প্রসারণের জন্য কয়েকশো গাছ কেটে ফেলে উড়ালপুল বানানোর বিতর্কিত কাজের মূল উদ্যোক্তাও ছিলেন তিনি।

কী অভিযোগ?

সম্প্রতি রেশন দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়ে ইডি বাকিবুর রহমান নামে এক ব্যবসায়ীর হদিশ পায়, যাঁকে পরে গ্রেফতারও করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক ব্যবসায়ীর সঙ্গে বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ তোলে ইডি।

সে সময়ে মি. রহমান ও তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে টানা তল্লাশি চালিয়ে কোটি কোটি টাকার বেআইনি আর্থিক লেনদেনের নথি, বিপুল সম্পত্তির হদিশ পাওয়া গেছে বলে দাবি ইডি কর্মকর্তাদের। অভিযোগ, এর পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে বেআইনি আর্থিক লেনদেনের নথিও বাজেয়াপ্ত করা হয়।

মি. রহমানের সঙ্গে মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে বলেও ইডির তরফে অভিযোগ করা হয়। এমনকি এও অভিযোগ, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক মন্ত্রী থাকাকালীনই বাকিবুর রহমানের 'উত্থান' ঘটে।

বাকিবুর রহমানের বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত নথি যাচাই করার জন্যই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, তাঁর আপ্ত সহায়ক অমিত দের বাড়ি সহ একাধিক জায়গায় ইডি হানা দেয়, এমনটাই জানাচ্ছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা।

'দুর্নীতি' কীভাবে করা হতো?

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আসা স্বল্পমূল্যে বিক্রির জন্য খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন রেশন ডিলার ও ডিস্ট্রিবিউটরদের সঙ্গে 'যোগ সাজস' করে বাকিবুর রহমান খোলা বাজারে বিক্রি করতেন বলে অভিযোগ।

বছর তিনেক আগে নদীয়ার কোতোয়ালি থানায়, বাকিবুর এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা দায়ের করেছিল পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ।

সে সময় তল্লাশি চালিয়ে একাধিক গুদাম থেকে আটা যা রেশনের বদলে খোলা বাজারে বিক্রি করা হত, তার হদিশও পায় রাজ্য পুলিশ।

রেশন দুর্নীতির অভিযোগে বেশ কয়েকজন রেশন ডিলার ও ডিস্ট্রিবিউটরকে গ্রেফতার করা হয়। পরে অবশ্য তারা জামিনে মুক্তি পান।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার 'অভিযোগ' ছিল, রাজ্য পুলিশ রেশন দুর্নীতির তদন্ত শুরু করলেও ক্রমশ তা গতি হারায়।

মন্ত্রী কী বলছেন?

গ্রেপ্তার হওয়ার পরে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক দাবী করেছেন তিনি 'চক্রান্তের' শিকার।

বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি এবং বিরোধী নেতাদের 'দায়ী' করেন তিনি। ইডি কর্মকর্তাদের সঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জোকায় কেন্দ্রীয় সরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য শুক্রবার সকালে তাকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেই সময়ে সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হয়েছে। বিজেপি এবং শুভেন্দু অধিকারী চক্রান্তে জড়িত।''

তার দল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্য কোনও নেতা নেত্রী মি. মল্লিকের গ্রেপ্তারি নিয়ে মন্তব্য না করলেও মন্ত্রী শশী পাঁজা জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্র, গোয়ার মতো যেসব রাজ্যে অবিজেপি সরকার ছিল, সেগুলো উল্টে দেওয়া হয় কিসের বিনিময়ে? হয় সিবিআই, না হয় ইডি অথবা অর্থ দিয়ে। এরা দুর্নীতির কথা আজ বলছে, পরিবারতন্ত্রের কথা বলছে যাদের পরিবারের সকলে নির্বাচিত।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া

বৃহস্পতিবার যখন তার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মী ও মন্ত্রীসভার সদস্য বালু (জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে এই ডাকনামেই ডাকেন মমতা ব্যানার্জী)'র বাড়িতে তল্লাশি চলছে, তখনই মুখ্যমন্ত্রী এক সংবাদ সম্মেলনে ওই তল্লাশি সহ একাধিক বিষয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেন তিনি।

মিজ ব্যানার্জী বলেছিলেন, ''আমি শুনেছি, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ইডির গোয়েন্দারা তল্লাশির নামে চিনির কৌটো উল্টে দেয়। ঘিয়ের শিশি উল্টে দেয়। বাড়ির মেয়েদের কত রকম পোশাকআশাক থাকে, তাদের ক'টা শাড়ি আছে, তারও তল্লাশি নেয়।

এই সব আমরা সহ্য করব না। বালু সুগারের রোগী। ওর যদি কিছু হয়, তা হলে আমি বিজেপি এবং ইডির বিরুদ্ধে এফআইআর করব,'' বলেন মমতা ব্যানার্জী।

'সর্বস্তরে দুর্নীতি হয়েছে'

বিগত কয়েক বছরে তৃণমূলের একাধিক নেতা, মন্ত্রী এবং দলের ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে শিক্ষক নিয়োগ, পুরদুর্নীতির মতো একাধিক অভিযোগ উঠে এসেছে।

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সর্বস্তরে দুর্নীতি হয়েছে। গ্রেফতারের বিষয়ে এদিন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে সর্বস্তরে দুর্নীতি হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের টাকায় গরমিল করার চেষ্টা হয়েছে। সরকারি যত প্রকল্পের সুবিধা পেতে টাকা দিতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে শুরু করে শৌচালয় তৈরি -এর সমস্ত সুবিধা পেতে সাধারণ মানুষকে টাকা দিতে হয়েছে। রেশন বণ্টন থেকে শুরু করে এ রাজ্যে যত চাকরি হয়েছে, তাতে দুর্নীতি হয়েছে। সব জায়গায় টাকা নেওয়া হয়েছে, মন্তব্য মি. ঘোষের।

মিঃ ঘোষ এও জানিয়েছেন, শুধু তল্লাশি বা গ্রেফতার করলে হবে না। দোষী দের শাস্তি দিতে হবে। তিনি বলেছেন, সাজা না দেওয়া পর্যন্ত দুর্নীতি বন্ধ হবে না।

অন্যদিকে, সিপিএম নেতরাও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। একের পর এক এই দুর্নীতির কারণে একাধিক পশ্চিমবঙ্গের মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক গ্রেফতার হয়েছেন, এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। শিক্ষা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত শিক্ষামন্ত্রী, রেশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত রেশন মন্ত্রী এটাই তো চলে আসছে।

মুখ্যমন্ত্রী একাধিকবার সরকারি বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, ১০ কোটি মানুষকে রেশন দিচ্ছি। আমি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা সাড়ে নয় কোটি। অন্তত বিশ শতাংশ মানুষ রেশন নেন না। তাহলে দশ কোটি অঙ্কটা কোথা থেকে আসছে? প্রশ্ন তোলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।

উনি উত্তর দেননি, ওঁর মুখ্যসচিব উত্তর দেননি, খাদ্য মন্ত্রী উত্তর দেননি। এত দুর্নীতি হলে তাঁর দায় খাদ্যমন্ত্রীকে নিতে হবেই, বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. চক্রবর্তী।

তৃণমূলের একাধিক নেতামন্ত্রী জেলে

গত এক বছরে থেকে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেফতার হয়েছেন একাধিক নেতামন্ত্রী ও তাঁদের ঘনিষ্ঠরা।

শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে ২০২২ এর জুলাই মাসে গ্রেফতার করা হয় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। তার 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত অভিনেত্রী অর্পিতা মুখার্জীর টালিগঞ্জ এবং বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে নগদ প্রায় ৫০ কোটি টাকা ও সোনা বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এরপর মুখার্জীও গ্রেফতার হন। তৃণমূলের বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যকে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে ২০২২-এর অক্টোবর মাসে গ্রেফতার করা হয়। ওই তদন্তে নেমে কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বংদ্যোপাধ্যায় ও অয়ন শীলকে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে মি. ঘোষ এবং ব্যানার্জী তৃণমূলের যুব নেতা ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাঁদের দল বহিষ্কার করেছে।

গত বছরের অগাস্ট মাসে তৃণমূলের বীরভূম জেলার সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয়। এই বছরের এপ্রিল মাসে অনুব্রত মণ্ডলের কন্যাও জেলে যান।

গাজায় ইসরায়েলি সেনাদের সাথে লড়াইয়ের দাবি হামাসের

গাজা ঃ গাজার উত্তরাঞ্চলের বেশ কিছু জায়গায় শুক্রবার রাতে ইসরায়েলি সৈন্যদের সাথে তীব্র লড়াই হয়েছে বলে দাবি করেছে ফিলিস্তিনির সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের সামরিক শাখা আল কাসাম ব্রিগেডস।

সীমান্ত পেরিয়ে ইসরায়েলি সৈন্য ও ট্যাঙ্ক গাজায় প্রবেশ করলে উত্তর গাজার বেইত হানুন এবং মধ্য গাজার বুরেজের কাছে ভয়াবহ যুদ্ধ হয় বলে হামাসের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। যদিও বিবিসি'র পক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে হামাসের এ দাবির সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। তবে শুক্ররার রাতে গাজায় ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। কিছুক্ষণ পরপরই সেখানে বড় ধরনের বিস্ফোরণ হতে দেখা গেছে।

এর আগে, শুক্রবার সন্ধ্যায় গাজায় হামলা জোরদার করার ঘোষণা দিয়েছিলো ইসরায়েল। তখন নিরাপদে থাকার জন্য গাজার উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দাদেরকে বলা হয়েছিলো দক্ষিণে সরে যেতে। তবে গতরাতের হামলার মাধ্যমে গাজায় স্থল অভিযান শুরু হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি তেল আবিব।

ইসরায়েলি জানিয়েছে, গাজায় তাদের স্থল অভিযান আরও বিস্তৃত করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ইসরায়েলি সরকারের মুখপাত্র ইলন লেভির কাছে জানতে চেয়েছিলো বিবিসি।

গাজা উপত্যকায় স্থল অভিযান আরো বড় করেছে ইসরায়েল। এর বাইরে, এই অভিযানের বিষয়ে আমি আর কোনো মন্তব্য করতে চাই না। বলেন তিনি। এদিকে, গাজা উপত্যকায় কিছু সৈন্য ঢুকেছে বলে মার্কিন গণমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসকে নিশ্চিত করেছেন ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর একজন মুখপাত্র। তবে তিনিও স্থল অভিযান শুরুর বিষয়টি নিশ্চিত করেননি।

আমাদের সৈন্য এবং ট্যাঙ্ক গাজা উপত্যকার ভিতরে অবস্থান করছে এবং তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেন মেজর নীর দিনার। তিনি আরো বলেন, গতকালও আমাদের সৈন্য ও ট্যাঙ্কগুলো গাজার ভেতরেই ছিলো। ইসরায়েল জানিয়েছে, সাতই অক্টোবর প্যারাগ্লাইডারে করে হামাসের যে সশস্ত্র যোদ্ধারা ইসরায়েলে প্রবেশ করেছিল, তাদের প্রধান আসেম আবু রাকাবাকে তারা হত্যা করেছে।

বিবিসি'র কূটনীতি বিষয়ক সংবাদদাতা পল অ্যাডামস এখন ইসরায়েলের জেরুজালেমে সংবাদ সংগ্রহ করছেন। বিবিসি'র এক সংবাদ বিশ্লেষণে তিনি বলেন, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী গতরাতে যেভাবে গাজায় অভিযান জোরদার করেছে, তাতে মনে হচ্ছে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ পরিণতির দিকে যাচ্ছে। কিন্তু এই অভিযানের মাধ্যমে গাজায় পুরোদস্তুর স্থল অভিযান শুরু হলো কিনা, সেটা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। তবে এর মাধ্যমে ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধ আরো বড় আকার ধারণ করতে পারে বলে মনে করছেন তিনি। তিনি বলেন, আমি বুঝতে পারছি যে, পশ্চিমা কূটনীতিকরা ইসরায়েলকে এখনই সর্বাত্মক হামলার দিকে দ্রুত অগ্রসর না হয়ে বরং ধীরসুস্থে পা বাড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছেন, যাতে লেবাননের হেজবুল্লাহ, ইরাক ও সিরিয়ার শিয়া মিলিশিয়া এবং ইয়েমেনের হুতি বাহিনী এই যুদ্ধে আরো ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়ার সুযোগ না পায়। তারপরও যুদ্ধটি এই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে। মধ্যপ্রাচ্য জুড়েই এখন যুদ্ধের লাল সংকেত দেখা যাচ্ছে।''

ইসরায়েলের সৈন্যদের সাথে হেজবুল্লাহ'র প্রায় প্রতিদিনই সংঘর্ষ হচ্ছে। এদিকে, ইসরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই কয়েকদিন আগে সিরিয়ায় বেশকিছু লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। এছাড়া ইয়েমেন থেকেও শুক্রবার ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে, যা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে লোহিত সাগরের তীরবর্তী মিশরের দু'টি শহরে আঘাত হেনেছে। এমন পরিস্থিতে ইসরায়েল তার মিত্রদের পরামর্শ কানে নেবে কিনা, তা স্পষ্ট নয়।

গাজায় নতুন করে হামলা চালানোর পর থেকে হামাসের হাতে জিম্মি ব্যক্তিদের মুক্তির বিষয়ে দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা বন্ধ গয়ে গেছে।

বিবিসি'র আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক জেরেমি বোয়েন বলেছেন, গতকাল তিনি প্রায় সারাদিন ধরে শুনছিলেন যে, জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা চলছিলো এবং বেশ অগ্রগতিও হয়েছিলো।

এছাড়া মানবিক দিক বিবেচেনায় আগামী কয়েকদিনের জন্য একটি যুদ্ধবিরতির কথাও শোনা যাচ্ছিলো। কিন্তু গতকাল সন্ধ্যায় ইসরায়েল নতুন করে হামলার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে দু'পক্ষের আলোচনা একেবারেই থমকে গেছে।

ইসরায়েলি ট্যাঙ্ক ও সৈন্যরা ইতিমধ্যেই গাজায় ঢুকে গেছে বলে জানা যাচ্ছে। কাজেই এই অবস্থা চলতে থাকলে দু'পক্ষ আবারও জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে কথা বলতে আলোচনায় বসার খুব আগ্রহ দেখাবে বলে মনে হচ্ছেনা।

গাজায় এখন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছেই বলা যায়। এই ব্ল্যাকআউটের কারণে গাজার গণনৃশংসতা ঢাকা পড়তে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারী মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের জ্যেষ্ঠ গবেষক ডেবোরা ব্রাউন।

এর আগে, দ্য কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টম (সিপিজে) গাজার তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানিয়েছে।

তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলে যে, এটি করা না হলে ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধের সবটুকু চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হবে না।

এর ফলে এই যুদ্ধকে ঘিরে নানান প্রোপাগান্ডা ও গুজব ছড়ানোর ঝুঁকি তৈরি হবে বলেও আশঙ্কা করছে সংগঠনটি।

গত ৭ই অক্টোবর ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধ শুরু পর সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে অন্তত ২৯ জন সাংবাদিক প্রাণ হারিয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে সিপিজে। মানবিক সহায়তার জন্য গাজা উপত্যকায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাব পাস হয়েছে। শুক্রবার অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এই প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হয়। আরব দেশগুলোর পক্ষে সাধারণ পরিষদে প্রস্তাবটি উত্থাপন করে জর্ডান। এ সময় সদস্য দেশগুলোর মধ্যে প্রস্তাবের পক্ষে ১২০টি দেশ এবং বিপক্ষে ১৪টি দেশ ভোট দেয়। এছাড়া ভোটদানে বিরত ছিলো ৪৫টি সদস্য দেশ। গৃহীত এই প্রস্তাবে হামাসের কাছে জিম্মি বেসামরিক ব্যক্তিদেরকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।